পার্থ সারথি

[পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক]

শ্রীউৎপলেন্দু সেন

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

অষ্টম সংস্করণ, ১৩৬৩

দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীবিজয়কুমার মিত্র
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন

পিতৃদেবের শ্রীচরণে—

মিনার্ভায় অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

শ্রীকৃষ্ণ	—	শ্রীপ্রভাত সিংহ পরে শ্রীদুর্গাদাস মুখার্জ্জী
অর্জ্জুন	—	শ্রীউৎপলেন্দু সেন
সাত্যকী	—	শ্রীঅমিয় গোস্বামী
বৃষকেতু	—	শ্রীসুধাংশু গুহ
বভ্রুবাহন	—	শ্রীভূমেন রায়
চিত্ররথ	—	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়
সমন্তক	—	শ্রীঅনিল মিত্র
বজ্রধর	—	শ্রীহরিপদ দত্ত
সেনাপতি	—	শ্রীপবিত্র ভট্টাচার্য্য
গঙ্গা	—	শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী
চিত্রাঙ্গদা	—	শ্রীমতী নিভাননী
ইরা	—	শ্রীমতী তপতী
বাসন্তিকা	—	শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)

সখীগণ—শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী আভা, শ্রীমতী গৌরী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী পারুল, শ্রীমতী রেখা, শ্রীমতী বাণী, শ্রীমতী ইভা, শ্রীমতী আশা, শ্রীমতী অণিমা, শ্রীমতী বীণা, শ্রীমতী সাবিত্রী, শ্রীমতী ডালিম প্রভৃতি।

পরিচয়

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ		
অর্জ্জুন		
সাত্যকী		
বৃষকেতু		
বভ্রুবাহন	—	মণিপুরের রাজা
চিত্ররথ	—	চিত্রাঙ্গদার পিতৃব্য
বজ্রধর সমন্তক	—	মণিপুরের সামন্তদ্বয়
সেনাপতি, প্রহরী		

স্ত্রী

গঙ্গা		
চিত্রাঙ্গদা	—	বভ্রুবাহনের মাতা
ইরা	—	ঐ বাগ্‌দত্তা
বাসন্তিকা	—	ইরার সঙ্গিনী
সখীগণ		

স্বত্বাধিকারী	—	শ্রীহেমেন মজুমদার
নাট্য-পরিচালনা	—	মিনার্ভা সম্প্রদায়
স্বরশিল্পী	—	শ্রীগোরাচাঁদ অধিকারী " হরিদাস মুখোপাধ্যায়
নৃত্য-শিক্ষক	—	" বিভোর বসু
হারমোনিয়াম বাদক	—	" হরিদাস মুখোপাধ্যায়
বংশী বাদক	—	" ত্রিগুণা ঘোষ
সঙ্গীত	—	" পূর্ণচন্দ্র দাস
স্মারক	—	" মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় " অধীরচন্দ্র ঘোষ
মঞ্চাধ্যক্ষ ও এ্যাম্প্লিফার বাদক		" আমেদ হোসেন (ছন্নু)
পিয়ানো বাদক	—	" সুধীরচন্দ্র দাস
বেহালা বাদক	—	" কালীদাস পাল
তত্ত্বাবধায়ক	—	" অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় " মাণিকলাল কুণ্ডু

পার্থ সারথি

প্রস্তাবনা

[কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ নদীতীর। প্রলয়ের পূর্ব্বাভাস। ভীষণ দুর্য্যোগ—ঝড়—মেঘগর্জ্জন—বিদ্যুৎ। চারিদিকে ভীষণ আর্ত্তনাদ। এক পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা-মগ্ন। তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্য হইতে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব।]

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও—শান্ত হও মাতা—
ক্রোধ তব কর সম্বরণ।
নহে সৃষ্টি যায় রসাতলে,
বিশ্ব আজি ধ্বংস হ'য়ে যায়।

গঙ্গা। হে কেশব—
যাক্ সৃষ্টি রসাতলে,
যাক বিশ্ব—ধ্বংস হ'য়ে যাক্,
কোন ক্ষতি নাহি তাহে মোর।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন মাতা—

গঙ্গা। কোন কথা শুনিব না আমি।
এই দণ্ডে যাব আমি কুরুক্ষেত্র মাঝে।
দেখিব কোথায় সেই পাপিষ্ঠ অর্জ্জুন—

শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে
অন্যায় সমরে
বধিয়াছে সত্যাশ্রয়ী ভীষ্মেরে আমার।
প্রতিহিংসা তীব্রবহ্নি
দাউ দাউ জ্বলিছে অন্তরে,
যতক্ষণ ধনঞ্জয় ধ্বংস নাহি হয়,
ততক্ষণ কোন মতে পারিব না শান্ত হইবারে।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা—
একের দোষের লাগি—
শাস্তি অপরের নহেক উচিত।
অর্জ্জুন অন্যায় যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে,
সত্য এই কথা ;
কিন্তু আর কেহ করে নাই কোন অপরাধ।
ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণীবাতে—বজ্রের নিঃস্বনে—
ভীতত্রস্ত জগতের জীবকুল যত।
বিশ্বনাশী ক্রোধ তব কর সম্বরণ,
শান্ত কর প্রকৃতিরে জননী আমার।

গঙ্গা। হে কেশব !
তব বাক্যে বিশ্বনাশে নিরস্ত হইনু।

(প্রলয়ের তিরোধান)

শ্রীকৃষ্ণ। এইবার স্থির চিত্তে শোন মাতা সন্তানের কথা।
অর্জ্জুনেরে ক্ষমা কর তুমি—

গঙ্গা। না—না—নারায়ণ,
অর্জ্জুনেরে পারিব না ক্ষমিতে কখনো।
হে কেশব—সবি জান তুমি ;

ব্রহ্মা-অভিশাপে মর্ত্তধামে লইনু জনম,
অষ্টবসু ধরিলাম গর্ভেতে আমার ;
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে—
একে একে সপ্তপুত্রে
নদীজলে নিজহস্তে দিয়াছি ভাসায়ে।
দেবী আমি—যদিও মানবী নহি—
তবুও কি তাদের লাগি
ছোটে নাই অশ্রুরাশি নয়নে আমার !
রাক্ষসীর সম তবু করিয়াছি প্রতিজ্ঞা পালন
শেষপুত্র ভীষ্মে মোর সঁপিয়া স্বামীর করে
ধরা ত্যজি স্বর্গধামে এসেছি চলিয়া—
সেই দেবোপম পুত্র মোর হত আজি রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। সবি জানি জননী আমার।
কিন্তু তবু—

গঙ্গা। নারায়ণ—নারায়ণ—
স্বর্গধামে এতদিন কোন সুখ—
কোন শান্তি ছিল না আমার।
দেবী আমি—
তবু মনে হ'ত—যাক্—যাক্ দূরে দেবীত্ব আমার,
মানবী হইয়া পুনঃ যাই ধরা মাঝে—
বক্ষে তুলে লই
পরিত্যক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্তানে আমার।
সেই পুত্র মোর, হত আজি অন্যায় সমরে।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা—সম্মুখ সমরে ভীষ্মদেবে জিনে
হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে ;

অর্জ্জুন তো অতি তুচ্ছ তার কাছে।
ইচ্ছা মৃত্যু বর লভেছিল সন্তান তোমার—
মহারাজ শান্তনুর পাশে ;
স্বেচ্ছায় মৃত্যুরে আজি ক'রেছে বরণ
বীর্য্যবান্, বীরশ্রেষ্ঠ সন্তান তোমার।
অর্জ্জুনের কিবা সাধ্য বধিতে তাহারে!
কর ক্রোধ পরিহার—
ফাল্গুনীরে ক্ষমা কর মাতা।

গঙ্গা। জানি তুমি সখা পাণ্ডবের—
জানি—তুমি নিজে ছিলে অর্জ্জুনের রথের সারথি—
তাই তুমি আসিয়াছ হেথা মোরে করিতে সান্ত্বনা।
কিন্তু শোন কৃষ্ণ—
শোন তুমি শেষ কথা মোর—
অর্জ্জুনের রক্ত বিনা
পুত্রশোক কভু মোর হবে না নির্ব্বাণ।

শ্রীকৃষ্ণ। হে জাহ্নবী—
স্বর্গ-নিবাসিনী দেবের নন্দিনী—
তুচ্ছ পুত্রশোকে এ হেন অধীরা তুমি!
ছি—ছি—
এতদিন জানিতাম দেবতা মানবে অনেক প্রভেদ,
এতদিন জানিতাম—
দেবতার প্রাণ এত অল্পে হয় না কাতর,
সর্ব্ব সহ অন্তর তাদের।
দেবী হ'য়ে—দেবত্বের অপমান করিতেছ তুমি

গঙ্গা। কিন্তু নারায়ণ—পুত্র মোর—

শ্রীকৃষ্ণ। এক পুত্র গেছে—
কিন্তু জগতের কোটী কোটী পুত্র তব এখনো জীবিত,
প্রবলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে
আকুল নয়নে কাঁদিতেছে মার কোল লাগি।
বিশ্বের জননী তুমি—
নহ মানব নন্দিনী।
হও দৃঢ়—মুছে ফেল নয়নের জল।

গঙ্গা। নারায়ণ—
নিষ্ঠুর পুরুষ তুমি,
জননীর ব্যথা তুমি কেমনে জানিবে!
নাহি জান—কত ভালবাসিতাম দেবব্রতে মোর।

শ্রীকৃষ্ণ। আর তুমি কি বুঝিবে সতী—
কত ব্যথা পাইয়াছি ভীষ্মের নিধনে!
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে যবে
শিখণ্ডী পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর
বাণে বাণে বিঁধিল তাহারে—
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধারা—
তবুও মুখেতে তার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম—
কৃষ্ণপদ ধ্যান করি হাসিতে হাসিতে—
ভারতের শ্রেষ্ঠবীর, শ্রেষ্ঠ ভক্ত মোর
বকুণ্ঠে চলিয়া গেল আমারি সম্মুখে।

গঙ্গা। তাই বুঝি শ্রেষ্ঠ ভক্তে বধি অন্যায় সমরে
ভক্তাধীন নাম তব করেছ সার্থক?

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথায় গঞ্জনা মোরে দিও না জননী।
সত্যের কারণে—

ধরাধামে সত্যধর্ম্ম করিতে প্রচার
নরদেহ ধরিয়াছি আমি।
সাধ ছিল মনে—
কুরুক্ষেত্রে দুষ্কৃতিরে করিয়া বিনাশ
ভারতে ধর্ম্মের রাজ্য করিব স্থাপন।
অর্জ্জুন নহেক দোষী কোন অপরাধে—
সে তো উপলক্ষ্য শুধু।
কুরুক্ষেত্র মহারণ শেষ নাহি হ'তে
তব কোপে যদি হয় পার্থের বিনাশ,
মহতী কল্পনা মোর ব্যর্থ হ'য়ে যাবে—
সত্যের সন্ধান কেহ পাবে না ধরায়।
তাই মিনতি আমার দেবী—
যতদিন এই মহারণ শেষ নাহি হয়
অর্জ্জুনেরে ক্ষমা কর তুমি।

গঙ্গা। তোমারি কারণে আজি দেব জনার্দ্দন
মৃত্যু হ'তে ধনঞ্জয় পাইল নিস্তার।
কিন্তু শোন নারায়ণ—
একেবারে পারিব না ক্ষমিতে অর্জ্জুনে।
পুত্রের অধিক স্নেহে পালন করিল যেবা,
তাহারে যেমনি দুষ্ট করিল নিধন—
সেইমত নিজ-পুত্র ভীষ্ম-শিষ্য কোন মহারথী করে
অবিলম্বে লভিবে মরণ।
হও তুমি নারায়ণ—বিশ্বের ঈশ্বর—
তথাপি এ অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ। পুত্র হস্তে পার্থের নিধন!

এ কি অসম্ভব অভিশাপ
দিলে গো জাহ্নবী ?

গঙ্গা। ইচ্ছায় যাহার হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়—
সামান্য এ অভিশাপ কেমনে ফলিবে
পারে না সে বুঝিবারে—
ইহাই বুঝাতে চাহ ?
দেব হ'য়ে নারায়ণ
দেববাক্য মিথ্যা হবে—
দেবতার অপমান চৌদিকে ঘোষিবে
ইহাই দেখিতে চাহ ?

শ্রীকৃষ্ণ। ক্রুদ্ধ নাহি হও জননী আমার।
তব অভিশাপ মিথ্যা নাহি হবে।
যত শীঘ্র অভিশাপ হয় ফলবতী—
করিলাম পণ আমি নিজে তার
করিব যতন।
অর্জ্জুনের সখা আমি—
সানন্দে ধরিনু শিরে আশীর্ব্বাদ তব।

———

প্রথম অঙ্ক

মণিপুর রাজধানীর সন্নিকটস্থ পর্ব্বত

মণিপুর বালিকাগণের গীত

মঞ্জুল সুরে ভরিয়া উঠেছে বন
ফুল সাজে সাজে বনরাণী
সুরভি মৃদুল সমীরণে কত
প্রেম কথা করে কানাকানি।
শাখে শাখে নব পল্লব চূড়ে,
কার এলোমেলো অঞ্চল উড়ে,
কোন অতিথির সাথে বনছায়ে
প্রাণে প্রাণে হ'ল কানাকানি।

[প্রস্থান

(বভ্রুবাহন ও ইরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল)

ইরা। বভ্রু—বড় ক্লান্ত আমি,
আর পারি না চলিতে।

বভ্রু। আয় তবে—শিলাতলে বসি ক্ষণকাল।

(একটী শিলাখণ্ডে উভয়ে উপবেশন করিল)

বভ্রু। তোরে লয়ে—আর কোনদিন আসিব না মৃগয়ায় আমি।

ইরা। কেন?

বভ্রু। কেন, নাহি জান তুমি?

ইরা। বাঃ—কেমনে জানিব আমি?

বভ্রু। অই দেখ—দিন শেষ হয়ে আসে,
আরক্ত রবির শেষ কিরণ ছটায়
কালো পাহাড়ের বুক গিয়াছে রাঙিয়া ;
ঘরেতে জননী—কত ভাবিছেন আমাদের লাগি ;
কোন প্রাতে ঘর ছাড়ি এসেছি চলিয়া—
ফিরিবার নাম গন্ধ নাই।

ইরা। সে বুঝি আমার দোষ ?

বভ্রু। না—দোষ আমার।
এইমাত্র আমিই কহিনু তোরে—
'বড় ক্লান্ত আমি—আর পারি না চলিতে।'

ইরা। কি করিব বল।
গগন আবৃত হল ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে,
অন্ধকারে পথ আমি নারিনু দেখিতে।
এই দেখ—পায়ে কত লেগেছে আঘাত।

বভ্রু। ওরে মোর নবশ্যাম কিশলয় লতা—
ননীর শরীর লয়ে কেন তুই এসেছিস ঘরের বাহিরে ?
কেবা সাধে তোরে—
দুরন্ত বনের মাঝে যেতে মোর সনে ?

ইরা। কেন তুমি ?

বভ্রু। আমি ?

ইরা। হ্যাঁ—তুমিই তো !

বভ্রু। দেখ্, ইরা—মিথ্যা কথা কহিস্ না কভু।

ইরা। মিথ্যা কথা কখনো কহি না আমি।
তুমিই তো ভোর হ'লে—
চুপি চুপি জাগাইয়া

কহ মোরে যাইতে তোমার সনে।

বভ্রু। হবেও বা।
ওই এক দোষ—কোন কথা মনে থাকে না আমার।
কিন্তু আজি হ'তে—
কোনদিন আর তোরে লইব না সাথে।

ইরা। একা একা ঘরে আমি কি করিব তবে ?

বভ্রু। যাহা ইচ্ছা হয়।

ইরা। সারাদিন তোমা পাবনা দেখিতে আমি ?

বভ্রু। না।

ইরা। বভ্রু—(হাত ধরিয়া)

বভ্রু। এই দেখ—ওমনি চোখের জল পড়িল ঝরিয়া !
ওরে পোড়ামুখী—
তোর ওই পোড়ামুখ—
আমিও যে না দেখিলে থাকিতে পারি না।
তোরে ছাড়ি মৃগয়ায় গেলে—
সে কি শুধু তোরি শাস্তি !
সে যে শতগুণ হ'য়ে বাজিবে আমার বুকে।
ফেল মুছে চোখের ও জল—মুছে ফেল—

(ইরা চোখের জল মুছিল)

বভ্রু। আচ্ছা ইরা—
আজ তোর বড় ভয় হ'য়েছিল—না ?

ইরা। কখন ?

বভ্রু। যবে অকস্মাৎ আজি—
প্রলয়ের অন্ধকারে ছাইল গগন,
সঙ্গে ঝঞ্ঝাবাত—আর বজ্রপাত।

ইরা। না—কোন ভয় করে নাই মোর!

বভ্রু। আমারই প্রাণ ভয়ে উঠেছিল কাঁপি,
আর তুই ডর পাস্ নাই—মিথ্যা কথা।

ইরা। না বভ্রু—নহে মিথ্যা কথা।
তুমি ছিলে মোর কাছে;
কারে ভয়—কেন ভয় করিব বল তো?

বভ্রু। ওই মিষ্টি মিথ্যা কথা দিয়ে ওরে মায়াবিনী—
নিবিড় বাঁধনে তুই বেঁধেছিস মোরে।
কোন কথা আর তোরে দিব না বলিতে।

(ইরার মুখখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিল)

বভ্রু। ইরা!

ইরা। বভ্রু!

বভ্রু। এ কি হ'ল মোর!

ইরা। কি হ'য়েছে বভ্রু?

বভ্রু। ঘর কেন ভাল নাহি লাগে!
প্রকৃতির অন্তরের মাঝে—
বিরাজিছে যেথা সেই চির নীরবতা—
তারি মাঝে যেন আমি থাকিবারে চাই,
তুই শুধু কাছে থাক্ মোর—
পলক বিহীন নেত্রে চাহি মুখ পানে।
ইরা—ইরা—চল মোরা দুইজন যাই পলাইয়া।

ইরা। কোথা?

বভ্রু। সীমাহীন অন্তহীন ধরণীর বুকে—যেথা দুই চোখ নিয়ে যায়।

ইরা। না বভ্রু—মোরা চলে গেলে,
জননী যে কাঁদিবেন আমাদের লাগি।

বভ্রু। সত্য—সত্য কথা বলেছিস্ তুই।
ইরা—একখানা গান গা তো শুনি।

ইরা। কি গান গাহিব ?

বভ্রু। যাহা ইচ্ছা হয়।

ইরার গীত

নীরব রাতের গোপন পরশ
প্রভাতের আলো জানবে কি ?
ক'য়েছিলে যত সুধা মাখা কথা
বীণার সুরে তা বাজবে কি ?
দেখেছিল চাঁদ নিয়েছিলে বুকে
সরম ভুলিয়ে ছিনু মন সুখে,
আপনার হাতে পরালে যে মালা,
সে মালাটি আজ কাঁদবে কি !

(গান গাহিতে গাহিতে ইরা বভ্রুর বক্ষলগ্ন হইল, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বভ্রু লজ্জিত হইয়া ইরাকে সরাইয়া দিল)

বভ্রু। কেবা তুমি দেব—
একাকী ভ্রমিছ এই নির্জ্জন কাননে ?

শ্রীকৃষ্ণ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি—
ভিক্ষালব্ধ অন্নে করি জীবিকা যাপন।
কেবা তুমি দেহ পরিচয় ?

বভ্রু। আমি দেব বভ্রুবাহ—মণিপুর রাজ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওটী কে তোমার ?

বভ্রু। ইরা ! ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসে—কে তুই আমার ;
কি উত্তর দিব ?

ইরা। বল—আমি তব সখা।

বভ্রু। তুই মোর সখা আর আমি তোর সখী—
কেমন?
সুন্দর উত্তর।
ব্রাহ্মণ! তোমার উত্তর আমি দিতে পারি—
কিন্তু ইরা ভারী লজ্জা পাবে।

ইরা। (হাত ধরিয়া) দেখ—ভাল নাহি হবে।

বভ্রু। দেব, ভাবী রাজ্ঞী এ রাজ্যের ইরা।
ইরা—কর্ ব্রাহ্মণে প্রণাম।

(ইরা ও বভ্রু একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল)

শ্রীকৃষ্ণ। করি আশীর্ব্বাদ—
হও মাতা রাজচক্রবর্ত্তী পুত্রের জননী।

ইরা। (জনান্তিকে) বভ্রু—এ কি আশীর্ব্বাদ করিল ব্রাহ্মণ?

বভ্রু। বোকা মেয়ে, গোপনে বুঝায়ে দিব।
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
নির্জ্জন কাননে দেব রহিও না আর।
এস মোর সাথে—
রাজপুরে কর তুমি আতিথ্য গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজ আমি—যার তার দত্ত অন্ন করি না গ্রহণ।
কহ বৎস—কোন্ জাতি তুমি?

বভ্রু। ক্ষত্রিয় নন্দন আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয় নন্দন?
বিশ্বাস না হয় মোর।

বভ্রু। কেন হে ব্রাহ্মণ?

শ্রীকৃষ্ণ। অবশ্যই শুনিয়াছ কুরুক্ষেত্র মহারণ কথা;
ভারতের সব ক্ষত্রিয় নৃপতি,

নিমন্ত্রিত সে মহা সমরে।
সত্য তুমি যদি ক্ষত্রিয় নন্দন—
তবে কেন তুমি বসি আজ হেথা
নিশ্চিন্ত বিলাসে আপন আলয়ে ?
কেন তুমি যাও নাই সেই পুণ্যতীর্থে
করিবারে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন—
যোগ্য পরিচয় দিতে ক্ষত্রিয়ের ?

বভ্রু। বিনা নিমন্ত্রণে—অযাচিত ভাবে,
কেমনে যাইব আমি সে মহা সমরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। তাও সত্য বটে।
কতদিন হ'ল পিতা তব স্বর্গধামে ক'রেছে প্রয়াণ ?

বভ্রু। পিতা মোর এখনো জীবিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি কথা ?
এখনি কহিলে তুমি নিজে মণিপুর রাজা।
পিতা বর্ত্তমানে—কেমনে হইলে তুমি রাজ্যের ঈশ্বর—
কিছুই তো পারি না বুঝিতে !
কেবা তব পিতা—কিবা নাম তার ?

বভ্রু। নাহি জানি আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি জানি কেবা তব পিতা ?

বভ্রু। না।
তবে শুনিয়াছি জননীর মুখে,
ক্ষত্রিয় নন্দন তিনি মহা ধনুর্দ্ধর,
কোদণ্ড টঙ্কারে তাঁর কাঁপে ত্রিভুবন,
দেব নাগ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কেহ নহে সমকক্ষ বীরত্বে তাহার।

ইরা। বভ্রু—বভ্রু—
ওই দেখ—আসিছেন মাতা।

বভ্রু। তোরি তরে যত গোলমাল।
ব্যস্ত হ'য়ে আসিছেন খুঁজিতে মোদের,
দেখিলে এখুনি দিবে কত গালাগাল।
বল দেখি—এখন কি করি?

ইরা। চল মোরা অন্য পথে ঘরে ফিরে যাই।

বভ্রু। সেই ভাল।
হে ব্রাহ্মণ!
জননীর সাথে গিয়া
রাজপুরে ক'রো তুমি আতিথ্য গ্রহণ।
চল—চল ইরা।

ইরা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আমাদের দেখিয়াছ,
জননীরে বলো নাকো যেন।

শ্রীকৃষ্ণ। (হাসিয়া) না—কভু কহিব না।

(বভ্রু ও ইরার পর্ব্বতের অন্তরালে গমন,
চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। দেখেছ কি দেব এক দুরন্ত বালক,
সঙ্গে এক হাস্যমুখী চঞ্চলা বালিকা?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—দেখিয়াছি মাতা।

চিত্রা। কোন্ পথে—কোন্ দিকে গেছে তারা?

শ্রীকৃষ্ণ। ক'রো না ভাবনা—ঘরে ফিরে গেছে।

চিত্রা। ঠিক জান তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক জানি মাতা।
ওটি বুঝি সন্তান তোমার?

চিত্রা। হ্যাঁ দেব—একমাত্র সন্তান আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। অপূর্ব্ব বালক।
কিন্তু, কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দুজনে।
ঠিক যেন এরি মত এক বালকেরে—
বহুপূর্ব্বে দেখেছিনু আমি।

চিত্রা। কোথায় সে দেব?

শ্রীকৃষ্ণ। হস্তিনানগরে।

চিত্রা। হস্তিনানগরে?

শ্রীকৃষ্ণ। সেই মুখ—সেই চোখ—
সেই তীব্র জ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে।
হ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ে—দেখিয়াছি আমি।

চিত্রা। কে সে ভাগ্যবান্ দেব,
যার কথা এখনও পারনি ভুলিতে?

শ্রীকৃষ্ণ। তারে মাতা কেমনে চিনিবে!
অর্জ্জুন তাহার নাম—তৃতীয় পাণ্ডব।

চিত্রা। তৃতীয় পাণ্ডব!
ঠিক তাঁরি মত দেখিতে আমার বভ্রু?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—ঠিক তারি মত।
অর্জ্জুনের নাম শুনে—
যেন তুমি উঠিলে চমকি।
তুমি মাতা চেন কি সে পার্থ ধনুর্দ্ধরে?

চিত্রা। আমি চিনি—আমি দেখিয়াছি তাঁরে।

শ্রীকৃষ্ণ। মণিপুর রাজ্যে নিবাস তোমার
কেমনে চিনিলে তুমি বীর ধনঞ্জয়ে?

চিত্রা। কেমনে চিনিনু তাঁরে—সে কথা শুনিয়া দেব কি হবে তোমার !
অতীত অতীত মাঝে থাক্ লুকাইয়া,
বর্ত্তমান নিয়ে আছি—সেই ভাল মোর।
মনে হয় তুমি নূতন এসেছ হেথা ;
রাজপুরে এস দেব—পাদ্য অর্ঘ্য করিবে গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। অপরাধ নিও না জননী।
জিজ্ঞাসিনু পুত্রে তব তার পিতৃপরিচয় ;
দেখিলাম জানে না সে অবোধ বালক।
দারুণ সংশয় মনে হ'তেছে উদয়।
যতক্ষণ না শুনিব কেবা তব স্বামী—
তব গৃহে করিব না আতিথ্য গ্রহণ।

চিত্রা। দেব ! অনুচিত সন্দেহ ক'রো না।
বিশ্বাস করিয়া মোরে এস গৃহে মোর,
ধর্ম্মহানি হইবে না তব।

শ্রীকৃষ্ণ। যাই মাতা—সন্ধ্যা হ'য়ে আসে ;
হয়তো বা কতদূর যাইতে হইবে।
পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
যাই দেখি মিলে কিনা আশ্রয়ের স্থান।

চিত্রা। দাঁড়াও ব্রাহ্মণ।
যে বংশের সেবা পেয়ে তুষ্ট নারায়ণ,
সে বংশের নারী আমি,
মোর সেবা না লইয়া কোথা যাবে তুমি—
দেব ! আমি পাণ্ডব-ঘরণী।

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব-ঘরণী !

চিত্রা। হ্যাঁ দেব, পাণ্ডব-ঘরণী আমি—অর্জ্জুন-বনিতা।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন-বনিতা তুমি!
বুঝিতে না পারি কেমনে এ অঘটন হইল সম্ভব।
চিত্রা। তবে শোন দেব—
শোন মোর অতীতের কথা।
কোন কথা গোপন করিব না তোমার কাছে।
আমি চিত্রাঙ্গদা—
মণিপুর-রাজার দুহিতা।
একদিন সন্ধ্যাকালে পুরুষের বেশে—
দূর পর্ব্বতের মাঝে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের দিব্য মূর্ত্তি হেরি,
কেমনে যে আচম্বিতে মনে হ'ল মোর
বাহিরে পুরুষ আমি অন্তরে রমণী—
সে কথা ব্রাহ্মণ তুমি নারিবে বুঝিতে।
তারপর ধীরে ধীরে আপন অজ্ঞাতে
আপনারে একেবারে নিঃশেষ করিয়া—
আমার যা কিছু ছিল আপন বলিতে,
দিয়েছিনু উপহার তাঁহার চরণে।
সে যেন স্বপ্নের কথা,
স্বপ্নে এসেছিল—স্বপ্নে পেয়েছিনু তারে,
তাই আজি স্বপনের শেষে—
শূন্য বুকে পড়ে আছি হেথা!—
শ্রীকৃষ্ণ। তাইতো—এসব অলীক কথা কেমনে বিশ্বাস করি।
চিত্রা। অবশ্যই দেব, বিশ্বাস করিতে হবে।
বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রের তনয়,
যাঁর সখা যদুপতি নিজে নারায়ণ—
তাঁর পত্নী আমি—নহি মিথ্যাবাদী।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা—বিশ্বাস করিনু তবে।
তারপর কিবা হ'ল শুনি!

চিত্রা। আধ ঘুমে—আধ জাগরণে যেন,
এক বর্ষ কেটে গেল চোখের নিমেষে।
একদিন নিদ্রাভঙ্গে জেগে দেখি আমি,
কর্ম্মের আহ্বান মূর্ত্তি নিয়ে এসেছে দুয়ারে,
আমার অঞ্চল তলে চিরদিন তরে
হয়তো বা পারিতাম রাখিতে তাঁহারে,
কিন্তু দেখিলাম ভেবে—
নন তিনি শুধু তো আমার;
বিশ্বের মানব তিনি,
বিশ্বের কল্যাণে—বিশ্ব মাঝে তাঁরে যেতে হবে;
তাই অধরের হাসি দিয়ে
নয়নের জল করিয়া—গোপন বিদায় দিলাম তাঁরে।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর আর কোন দিন দেখা পাওনি তাহার?

চিত্রা। না।

শ্রীকৃষ্ণ। হায় পতি পরিত্যক্তা অভাগিনী নারী,
তোমার বুকের ব্যথা আমি বুঝিতেছি।
কিন্তু কি নিষ্ঠুর সেই ধনঞ্জয়,
তোমা-সম গুণবতী রমণী রতনে
কেমনে সে রয়েছে ছাড়িয়া?
আপনার যশ মান সম্মানের তরে
পত্নীরে যে ত্যাগ করে জনমের মত,
সে পুরুষ অতীব নিষ্ঠুর—অতি স্বার্থপর—

চিত্রা। দেব—পতিনিন্দা করিও না সম্মুখে আমার।

পার্থ সারথি

জানো নাকি—পতিনিন্দা শুনি
দেহত্যাগ ক'রেছিল সতী কুলরাণী,
তাই ত্রিভুবনে উঠেছিল প্রলয় কল্লোল ?
হে ব্রাহ্মণ—তুমি জানো নাকো—তুমি জানো নাকো—
তিনি নহেন নিষ্ঠুর ;
দূর হ'তে নারিবে বুঝিতে—
অন্তর তাঁহার কত সুকোমল।
অতীব কুরূপা আমি—
রমণীর কোমলতা কিছু নাহি মোর—
তবু তিনি বীর বক্ষে স্থান দিয়া মোরে
নারীজন্ম মোর ক'রেছে সার্থক।
অতি দয়াবান তিনি—দয়ার সাগর।

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র মহারণ কথা শুনিয়াছ মাতা ?

চিত্রা। শুনিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ভীষণ বিপদে পতিত তোমার স্বামী।
একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা,
শল্য, দুর্য্যোধন আদি মহারথিগণ—
অন্যদিকে বাধা দিতে একা ধনঞ্জয়।
নাহি জানি কিবা সর্ব্বনাশ ঘটিবে অচিরে।

চিত্রা। রথের সারথি যাঁর
দেব জনার্দ্দন—নিজে নারায়ণ,
তুচ্ছ ক্ষত্র বীরগণে কিবা ডর তাঁর !
আপনি স্বয়ম্ভু যদি আসেন সমরে—
তাও নাহি ডরি।
যতদিন নারায়ণ সখা অর্জ্জুনের,

যতদিন আপনি শ্রীহরি
রাখিবেন পদে তাঁর স্বামীরে আমার—
মোর স্বামী ততদিন অজেয়—অমর।
তাঁর অমঙ্গল অসম্ভব দেব।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু—
তব ব্যবহারে হইয়াছি অতি মর্ম্মাহত।
সিংহের শাবক বভ্রুবাহনেরে
কেন তুমি রাখিয়াছ শৃগালের প্রায়?
শস্ত্রে শাস্ত্রে কেন তুমি কর নাই সুশিক্ষিত তারে?
পুত্র বলি কোন মুখে দাঁড়াবে সে অর্জ্জুনের পাশে!

চিত্রা। কোন দিন তিনি যদি আসেন এ পুরে—
দেখিবেন মোর বভ্রু নহে সামান্য বালক,
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি গড়িয়াছি তারে।

শ্রীকৃষ্ণ। বীরত্বে তনয় তব যদি দ্বিতীয় অর্জ্জুন,
তবে এ হেন সঙ্কট কালে
কেন তারে দাও নাই পাঠাইয়া
কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয় পাশে?

চিত্রা। সপত্নী উলুপী পুত্র ইলাবন্ত আসি,
হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ চাহি মোর পাশে
কহিল আমারে—
কুরুক্ষেত্র মহারণে
পিতা তারে ডাকিয়াছে সাহায্য করিতে।
বীর পুত্র মোর সমর-উল্লাসে
অনুমতি ভিক্ষা করিল আমার পাশে।
আমি বুঝাইয়া কহিনু তাহারে

'মণিপুর রাজা তুমি—বিনা নিমন্ত্রণে কেমনে যাইবে ?'
অবোধ বালক সত্য বলি মানিল আমার কথা।
সেইদিন কি যে ব্যথা—কি বেদনা
পেয়েছিনু অন্তরে আমার, একমাত্র জানেন ঈশ্বর।
কহিতে নারিনু সন্তানে আমার,
ওরে উপেক্ষিত—ওরে হতভাগ্য—
তোর পিতা তোরে জানে নাকো—চিনে নাকো —
চান না চিনিতে—
কোন্ মুখে তাঁর কাছে যেতে চাস্ তুই !

শ্রীকৃষ্ণ। মনে হয় মাতা তুমি করিয়াছ ভুল,
নাহি দিয়া পিতৃ পরিচয় বভ্রুরে তোমার।

চিত্রা। আমার উপেক্ষা দেব হাসিমুখে সহিবারে পারি,
কিন্তু মোর বভ্রুর উপেক্ষা—
তাহারি পিতার কাছে অসহ্য আমার।
যদি কোনদিন তিনি নিজে আসি
আশীর্ব্বাদ করেন বভ্রুরে
তবে সেইদিন পাবে সে তার পিতৃ-পরিচয় ;
নহে জন্ম অভাগিনী আমি,
মোর পুত্র চিরদিন থাকুক অভাগা।
হে ব্রাহ্মণ—ক্ষণকাল রহ অপেক্ষায়,
অবিলম্বে ফিরি অই মন্দির হইতে,
সঙ্গে করে নিয়ে যাব রাজপুরে তোমা।

[চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান

(অতি সন্তর্পণে বভ্রু ও ইরা পর্ব্বত অবতরণ করিল)

ইরা। জননী চলিয়া গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ।

ইরা। আমাদের কথা কিছু বলিয়াছ তারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। না।

বভ্রু। হে ব্রাহ্মণ
এইবার রাজপুরে চল তুমি আমার সহিত।

শ্রীকৃষ্ণ। বৎস—ভেবে দেখিলাম,
বিশ্রাম গ্রহণ এবে অসম্ভব মোর ;
গুরুতর কার্য্য আছে,
অবিলম্বে যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে মোরে।

বভ্রু। কুরুক্ষেত্রে !
হে ব্রাহ্মণ—মোর গুরুদেব ভীষ্মদেবে চেন তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। তব গুরু ভীষ্মদেব শান্তনু নন্দন !
শুনিলাম তব জননীর কাছে,
কোনদিন যাও নাই হস্তিনানগরে,
তবে কেমনে যে ভীষ্মদেব গুরু হ'ল তব বুঝিতে না পারি।

বভ্রু। সত্য বটে কোনদিন যাই নাই হস্তিনানগরে,
কিন্তু দূর হ'তে কীর্ত্তি গাঁথা শুনিয়া তাঁহার,
কল্পনায় দেবমূর্ত্তি করিয়া অঙ্কিত
এই মোর অন্তরের পূত তীর্থভূমে,
একমনে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি আমি,
জ্ঞানবৃদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ দেবতার কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্মে তুমি নরশ্রেষ্ঠ কেমনে কহিলে ?

বভ্রু। পুনরায় কহি আমি নরশ্রেষ্ঠ তিনি !
কহ—তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেবা জন্মিয়াছে এই ধরাধামে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন—রামচন্দ্র !

পিতৃসত্য পালনের তরে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমি বনে বনে,
অকাতরে সহিলেন,
কত কষ্ট সাধ্বী সতী সীতার সহিত !

বভ্রু। কিন্তু তিনি জানিতেন,
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে,
অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হ'য়ে বসিবেন তিনি।
আর ভীষ্মদেব—
নহে পিতৃসত্য পালনের তরে—
শুধু পিতার সুখের লাগি,
ত্যাগের মহান্ বাণী মর্ত্ত্যে প্রচারিল।
রক্ষা তরে বংশের গৌরব
আজীবন কাটাইল রাজভৃত্য রূপে ;
শত প্রলোভনে হিমাদ্রির সম অচল অটল,
সংসারের মাঝে থাকি সংসারী দেবতা যিনি,
নন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর ভারতের ?

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বৎস—কি কহিব আর,
মৃত আজি তব গুরুদেব।

বভ্রু। মৃত গুরুদেব !

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ বৎস—
কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে ভীষ্মের নিধন।

বভ্রু। অসম্ভব।
সম্মুখ সমরে তাঁহারে বধিতে পারে,
হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে।

শ্রীকৃষ্ণ। অসম্ভব আজি হ'য়েছে সম্ভব।
হত ভীষ্মদেব আজি অন্যায় সমরে।

বভ্রু। অন্যায় সমরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ—অন্যায় সমরে !
নপুংসক শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে
প্রবেশিল রণমাঝে যবে ধনঞ্জয়—
ধর্ম্মপ্রাণ শান্তনু নন্দন
দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়া ধনু
একমনে একধ্যানে 'কোথা ভক্ত সখা'
'কোথা নারায়ণ' বলি ডাকিতে লাগিল।
আর সেই মহাছলী কৃষ্ণের ইঙ্গিতে,
লক্ষ লক্ষ বজ্রসম বাণ
প্রহারিল ধনঞ্জয় ভীষ্মের শরীরে।
শরাঘাতে মহাবীর পড়ি ভূমিতলে,
স্বর্গধামে চলি গেছে কুরুক্ষেত্র রণে।

বভ্রু। তবে—পার্থ হ'তে হইয়াছে ভীষ্মের নিধন !

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—ধনঞ্জয় বধিয়াছে তারে।
সত্য যদি ভীষ্মদেব গুরুদেব তব,
এই দণ্ডে চল তুমি কুরুক্ষেত্র রণে,
খণ্ড খণ্ড করি সেই কপটী পার্থেরে—
নৃশংস হত্যার লহ পূর্ণ প্রতিশোধ।

বভ্রু। হে ব্রাহ্মণ—তব পদস্পর্শ করি করিলাম পণ,
এই দণ্ডে যাব আমি কুরুক্ষেত্র মাঝে ;
সুতীক্ষ্ণ শরের ঘাতে সম্মুখ সমরে—
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ কপটী পার্থের—

ভীষ্মের হত্যার লব পূর্ণ প্রতিশোধ।
চক্রধারী নারায়ণ হন যদি বাদী,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর অবশ্য পালিব।
ইরা—গৃহে ফিরে বল্ জননীরে
অর্জ্জুনে বধিয়া আমি এখনি ফিরিব। [প্রস্থানোদ্যত

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। বভ্রু—কোথা যাস্ তুই ?

বভ্রু। মাতা—
গুরুদেব ভীষ্মদেবে কপট সমরে
বধিয়াছে এক ক্ষত্র কুলাঙ্গার।
তারে আমি শাস্তি দিতে চলিয়াছি মাতা।
দাও মাগো পদধূলি—
আশীর্ব্বাদে তব
বধি সেই ক্ষত্রিয় অধমে অবিলম্বে আসিব চলিয়া !

চিত্রা। ওরে—শোন্—শোন্—
কে বধেছে তোর গুরুদেবে ?

বভ্রু। মাতা—বাধা নাহি দেহ মোরে।
দেবতা সাক্ষাৎ করি—
ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করি করিয়াছি পণ—
মৃত্যুদণ্ড দিব সেই গুরুঘাতী পিশাচ অর্জ্জুনে।

চিত্রা। ওরে—ফিরে আয়—
পুত্র হ'য়ে মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে !
ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়—
(চিত্রাঙ্গদা মূর্চ্ছিতা-প্রায় হইয়া বসিয়া পড়িল—
বভ্রুবাহন তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইল)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

মণিপুর রাজপ্রাসাদের একটী অংশ। বভ্রুবাহন ও ইরা মর্ম্মরের বেদীর উপর বসিয়াছিল, সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

সখীগণের গীত

কুঁড়িটী হ'য়ে রইবো মোরা
ফুটবো না গো ফুটবো না।
মধু মোদের রাখবো ঢেকে,
হৃদয়-দুয়ার খুলবো না—
ফুটবো না গো ফুটবো না।
গোপন থাকুক জমাট মধু
প্রেমের পরশ চাইবো না;
সরম ভুলে নয়ন তুলে
বরণ তোমায় করবো না—
ফুটবো না গো ফুটবো না।

[সখীগণের প্রস্থান

(ইরা নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যশেষে ইরা বভ্রুবাহনের নিকট গেল)

বভ্রু। বাঃ—অতি সুন্দর!

ইরা। কি সুন্দর বভ্রু?

বভ্রু। তোর নৃত্য।

ইরা। মিথ্যা কথা।

বভ্রু। ঠিক ধরেছিস—সত্যি মিথ্যা কহিয়াছি।
কিন্তু বল দেখি—কেমনে বুঝিলি তুই?
কি প্রচণ্ড বুদ্ধি তোর!

ইরা। আমি বুঝি বোকা?

বভ্রু। কে বলেছে ?

ইরা। কেন—তুমি।

বভ্রু। আমি!
তোরে বোকা ভাবিলে যে,
আমি নিজে বোকা হ'য়ে যাব।

ইরা। কেন ?

বভ্রু। বোকা বালিকারে যেবা বিবাহ করিতে চায় ;
সে যে মহা বোকা।

ইরা। যাও—তব সনে আর কভু কথা না কহিব।

(প্রস্থানোদ্যত)

বভ্রু। ইরা—ইরা—শোন্—শোন্—

ইরা। কি বলিবে বল।

বভ্রু। একবার কাছে আয় লক্ষ্মীটী আমার,
সত্য কথা এইবার নিশ্চয় বলিব।

(ইরা বভ্রুর নিকটে গেল)

কি সুন্দর তাই শুনিবারে চাস ?
সুন্দর—অতীব সুন্দর তোর এই মুখখানি।
ধরণীর অই বুকে—
তোর অই সুললিত চরণ আঘাতে
প্রতিটী মুহূর্ত্তে ছন্দ উঠিল চমকি,
সারা দেহে তোর
তরঙ্গ ভঙ্গিমা উঠিল মুরছি ;
কিন্তু ইরা—মনে হ'ল মোর,
সব তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ তোর এই মুখটীর কাছে।
তাই পলকবিহীন নেত্রে আছিনু চাহিয়া।
ইরা—

ইরা। কি বভ্রু ?

বভ্রু। তুই ভালবাসিস্ আমারে ?

ইরা। ভালবাসি কিনা বাসি
তুমি কি তা পার না বুঝিতে ?

বভ্রু। বুঝি।
তবু তোর মুখে শুনিবার সাধ হয় মোর।
বল্—ভালবাসিস্ আমারে ?

ইরা। বাসি।

বভ্রু। ঠিক—আমারি মতন ?

ইরা। তুমি কতখানি ভালবাস মোরে—
আমি তো জানি না তাহা।

বভ্রু। ওরে মায়াবিনী—
কত ভালবাসি জানিস না তুই ?
পূজারী যেমন,
নির্নিমেষে চেয়ে থাকে প্রতিমার পানে,
তেমনি যখনি
তোরে হেরি ওরে মোর আজন্মের প্রিয়া—
মন প্রাণ মোর—
কেঁপে ওঠে অপূর্ব্ব পুলকে।

ইরা। বভ্রু—বভ্রু—আমার যে ভয় হয় বড়।

বভ্রু। কেন ইরা ?

ইরা। কেন তুমি অত ভালবাস মোরে ?
তুমি মণিপুর-রাজা—
প্রজাগণ সবে দেবতার সম শ্রদ্ধা ভক্তি করে,
সর্ব্বগুণে গুণবান তুমি,

আর আমি—পিতৃমাতৃহীনা চির অভাগিনী।
তব ভালবাসা—সে যে স্বপ্ন মোর কাছে।

বভ্রু। দুষ্টু—ফের যত বাজে কথা—

ইরা। না গো—না—
হাসিও না তুমি।
যদি কোনদিন—
প্রভাতের ঝরা ছোট শেফালির মত,
অনাদরে দূরে ফেলে দাও মোরে—
বভ্রু—বভ্রু—তবে কি হবে আমার!

বভ্রু। এত ভয়—এত অবিশ্বাস!
এর শাস্তি—
ওই আসে সখি বাসন্তিকা ;
এর শাস্তি ক্ষণপরে দিব।

গীতকণ্ঠে বাসন্তিকার প্রবেশ

মিছে কেন গাঁথি মালা— যদি নাহি পর গলে।
মিছে কেন বাসি ভাল— যাবে যদি পায়ে দলে।
বাতাস কাঁদিয়ে ফিরে, মম মন শিহরে,
চমকি চাহিনু ফিরে, ভাবি বুঝি তুমি এলে।

বভ্রু। বাসন্তিকা—কেন এই অসময়ে আগমন তব ?

বাসন্তিকা। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি—
জানই তো একের যখন সুসময়—
অপরের তখনই অসময়—
জগতের চিরন্তন রীতি ইহা।
নিশ্চয়ই তোমাদের সুসময়—তাই অসময় মোর।

বভ্রু। জানি বাঁকা কথা কহিবারে অতি পটু তুমি।

বাসন্তিকা। শুধু তাই নহে—
বাঁকা পথে চলিবারে অতীব সক্ষম আমি।

বভ্রু। সখি বাসন্তিকা—আজি তোমা বিচার করিতে হবে।

বাসন্তিকা। বিচার!

বভ্রু। হ্যাঁ—বিচার করিতে হবে।
শুধু তাই নহে—
অপরাধী হবে যেবা
কিবা তার যোগ্য দণ্ড—তাহাও কহিতে হবে।

বাসন্তিকা। এতক্ষণে বুঝিলাম অতি অসময় মোর।
গুরুতর অপরাধ করিয়াছি রাজপুরে আসি।
সখা—করজোড়ে কহিতেছি—ক্ষমা দাও মোরে!

বভ্রু। না না সখি—ক্ষমা নাই মোর কাছে।

বাসন্তিকা। যায় আর থাক প্রাণ—যা হবার হবে।
বল তবে শুনি—কার বিচার করিতে হবে।

বভ্রু। আমার আর ইরার।

বাসন্তিকা। সর্ব্বনাশ—একজন স্বয়ং মণিপুর রাজা
অন্য জন ভাবী রাজ্ঞী এ রাজ্যের।
সখা এই দেখ—নাক কান দুই মলিতেছি,
আর কভু রাজপুরে আসিব না আমি।
তোমাদের বিচার করিতে আমি পারিব না।

বভ্রু। বাসন্তিকা—এতো অতি তুচ্ছ কাজ,
এর তরে এতই চঞ্চল!

বাসন্তিকা। বটে—সাধ করে হয়েছি চঞ্চল!
বিচারের ফল যদি নাহি হয় মন মত তব
শূল কিম্বা চিরনির্ব্বাসন সুনিশ্চিত অদৃষ্টে আমার।

আর যদি ইরাদেবী ক্রুদ্ধ হন মোর প্রতি,
অই টানাটানা নয়নের চোখা চোখা বাণে,
অবিলম্বে ভস্ম হ'য়ে যাব।

ইরা। এত যদি ভয় কর আমার নয়ন-বাণ,
তবে কেন এস আমার সম্মুখে ?

বাসন্তিকা। অই এক দোষ সখি—
মনে ভাবি আসিব না তোমার নিকটে,
কিন্তু না আসিলে মন বড় করে আনচান।

বভ্রু। ও সকল কথা থাক।
শোন সখি—

বাসন্তিকা। বল। (গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল)

বভ্রু। ইরা বলে—আমি তারে ভাল নাহি বাসি।

বাসন্তিকা। তারপর—

বভ্রু। অবিশ্বাস করে মোরে—

বাসন্তিকা। স্বাভাবিক।

বভ্রু। স্বাভাবিক !

বাসন্তিকা। হ্যাঁ—অতি স্বাভাবিক।
ওটী চির-ধর্ম্ম মানবের ;
এই তো দেখিছ সখা—কিবা মোর রূপের জৌলুস,
কিন্তু তবু ভাবে স্বামিটী আমার
দণ্ডে দণ্ডে করিতেছি নব নব প্রেম।

বভ্রু। তবে বল—বিনা দোষে করে অবিশ্বাস !

বাসন্তিকা। হ্যাঁ—ভাবিয়া দেখিলে—সত্য তব কথা।

বভ্রু। তবে তোমার বিধানে—শাস্তি কিবা তার ?

বাসন্তিকা। একান্ত শুনিবে ?

বভ্রু। নিশ্চয়।

বাসন্তিকা। ইরাদেবী—অপরাধ নিও না আমার।
তবে শোন সখা,
আমি যদি হতাম পুরুষ—
করজোড়ে কহিতাম প্রিয়ারে আমার—

গীত

স্বপন প্রিয়া—স্বপন প্রিয়া আমার বুকে এসো।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে চোখে আমায় ভাল বেসো।
কাজল কালো অলস চোখে, গান গেয়োগো আপন সুখে
কাজলা রাতে এলিয়ে বেণী, মুচকে হাসি হেসো।
ফুলবাগানে আপন মনে, গেঁথো মালা সঙ্গোপনে,
সোহাগ বারি ছড়িয়ে দিয়ে, গোপন পায়ে এসো ;
ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভোরের বেলা, দিও আমার গলায় মালা
বাহু লতার বাঁধন দিয়ে, আমার পাশে বসো ॥

(ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

বভ্রু। এতদিন পরে অধমে কি হইল স্মরণ?

(প্রণাম করিল)

ইরা—সখি বাসন্তিকা—শীঘ্র যাও
ব্রাহ্মণের তরে পাদ্য অর্ঘ্য কর আয়োজন।

[ইরা ও বাসন্তিকার প্রস্থান

ক্ষণকাল বেদী 'পরে কর দেব বিশ্রাম গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। (বসিয়া) হেথাকার সকলি কুশল?

বভ্রু। হ্যাঁ দেব—তব আশীর্ব্বাদে সকলি কুশল।
কোথা হ'তে আগমন তব?

শ্রীকৃষ্ণ। নানা কার্য্যে ব্যস্ত আমি,

একস্থানে কভু আমি পারি না থাকিতে ;
এবে ভদ্রাবতীপুর হ'তে আসিতেছি আমি।

বভ্রু। কুরুক্ষেত্র মহারণ শেষ হ'য়ে গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ বৎস !
কুরুকুল ধ্বংস করি—হইয়াছে পাণ্ডব বিজয়ী।

বভ্রু। কে বধিল বীর দ্রোণাচার্য্যে ?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন।

বভ্রু। অর্জ্জুন !
শিষ্য হ'য়ে গুরুহত্যা করিল সমরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বৎস—সংসারের রীতি নীতি অতীব জটিল,
পারি না বুঝিতে কিছু।
এই দ্রোণাচার্য্য—
নিজ পুত্র অশ্বত্থামা—তাহারে বঞ্চিত করি,
দিব্য অস্ত্র যত কিছু জানিতেন তিনি,
শিখালেন সযতনে ওই ফাল্গুনীরে—
পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন তারে,
আর পার্থ—তুচ্ছ রাজ্য লোভে,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে মোহ মদিরায়—
অনায়াসে নিজ গুরু দ্রোণেরে বধিল।

বভ্রু। অতি নীচ স্বার্থপর কপট ফাল্গুনী।

শ্রীকৃষ্ণ। আরো শোন বৎস,
ছলনায় প্রতারিত করিয়া দ্রোণেরে,
বধিয়াছে সেই ক্ষত্র কুলাঙ্গার।

বভ্রু। ছলনায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ বৎস—নীচ ছলনায়।

কালান্তক যমসম দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ
প্রবেশিল রণমাঝে রুদ্র মূর্ত্তি ধরি,
লক্ষ লক্ষ শরজালে ছাইল গগন,
পাণ্ডব শিবিরে উঠে ঘোর হাহাকার।
কারো নাহি সাধ্য হ'ল
তেজো-দীপ্ত ব্রাহ্মণের হ'তে সম্মুখীন।
যদুপতি মিথ্যাবাক্য করিল প্রচার—
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা হত মহারণে।
পুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনি বীর দ্রোণ,
ধনুঃশর ত্যাগ করি
রথের উপর হ'ল অচেতন,
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল নয়নের ধারে;
সুযোগ বুঝিয়া তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণে
ধনঞ্জয় বধিল তাহারে।

বভ্রু। ক্ষত্র হ'য়ে নিরস্ত্র শত্রুর অঙ্গে শর প্রহারিল?

শ্রীকৃষ্ণ। কারে তুমি ক্ষত্র কহ!
ক্ষত্রিয় অধম—ক্ষত্র কুলাঙ্গার।
গুরু আর পিতা উভয়ে সমান;
গুরু বধ যে করিতে পারে
সে তো অনায়াসে পিতৃহত্যা করিতে সক্ষম।
অনিয়মে অত্যাচারে ছেয়েছে জগৎ,
তাই আজি দুর্ব্বল পীড়ক, অনাচারী, অত্যাচারী—
জগতের বুকে বক্ষ ফুলাইয়া ফিরিছে সদম্ভে।
ন্যায় অন্যায়ের যুদ্ধে,
ন্যায়ের স্বপক্ষে নিষ্পেষিতে অন্যায়েরে—

কেহ নাহি হয় অগ্রসর।
কি গভীর পরিতাপ—বীর-হীন বসুন্ধরা।

বভ্রু। ও কথা বলো না দেব—
বীরহীন নহে বসুন্ধরা।

শ্রীকৃষ্ণ। পুনরায় কহি বীরহীন বসুন্ধরা।
ন্যায়ের কারণে, রক্ষা তরে ধর্ম্মের গৌরব
নির্ব্বিচারে কেবা পারে প্রাণ বিসর্জ্জিতে!

বভ্রু। দেব—অপরাধ নিও না দাসের,
আমি পারি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি?
বিশ্বাস হয় না মোর।

বভ্রু। উত্তম—পরীক্ষা করিয়া দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ। মনে আছে মণিপুর-রাজ,
ভীষ্মের নিধনে হ'য়ে আত্মহারা
অর্জ্জুনের মৃত্যুভিক্ষা চেয়েছিনু সকাশে তোমার!
মোর পদ স্পর্শ করি প্রতিজ্ঞা করিয়া
যাও নাই কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত!

বভ্রু। মনে আছে দেব—সব মনে আছে।
কুরুক্ষেত্রে যেতে মাতা নিষেধ করিল,
জননীর অনুরোধ এড়াতে নারিনু।
কিন্তু শোন হে ব্রাহ্মণ—
সব আছে মোর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা;
ভুলি নাই কভু—
অর্জ্জুন অন্যায় যুদ্ধে ভীষ্মে বধিয়াছে।
স্বর্গগত গুরুদেব নামে করেছি শপথ,

ফাল্গুনীরে যদি পাই সম্মুখে আমার—
বক্ষের শোণিতে তার তৃপ্তিদান করিব সে অতৃপ্ত আত্মার।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন বৎস—
যুধিষ্ঠির করিয়াছে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
মন্ত্রপূত অশ্ব তাই দেশে দেশে করিছে ভ্রমণ।
রক্ষী হ'য়ে অর্জ্জুন ফিরিছে সাথে।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
যে ধরিবে সেই অশ্ব—যুদ্ধ তার অনিবার্য্য অর্জ্জুনের সাথে।
ক্ষণ পূর্ব্বে সেই অশ্বে দেখিয়াছি আমি
অই দূর পর্ব্বতের পাশে।
শীঘ্র যাও অশ্ব গিয়ে ধর,
অবিলম্বে অর্জ্জুনের পাইবে সাক্ষাৎ!

বভ্রু। এস দেব—দাও দেখাইয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন বভ্রুবাহ!
শপথ করহ মোর পদ স্পর্শ করি,
বিনা যুদ্ধে কভু তুমি অশ্ব নাহি দিবে।

বভ্রু। তোমার চরণ ছুঁয়ে করিলাম পণ,
বিনাযুদ্ধে অর্জ্জুনেরে অশ্ব নাহি দিব।

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তম—এস মোর সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান

(চিত্রাঙ্গদা ও চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রু কোথা গেল?

চিত্ররথ। কিছু আগে এইখানে দেখেছিনু তারে।

চিত্রাঙ্গদা। দুষ্টু ছেলে—একস্থানে থাকিতে পারে না!

চিত্ররথ। শোন মাতা—বভ্রুর বিবাহ-দিন স্থির হ'য়ে গেছে,

বিলম্ব নাহিক আর।
এইবার মাতা নিশ্চিন্তে থেকো না।
তুমি যদি থাক উদাসীন—একা আমি কি করিব তবে!

চিত্রাঙ্গদা। হে পিতৃব্য—তোমারি উপরে পিতা
রাজ্যের কল্যাণ ভার করি সমর্পণ,
নিশ্চিন্তে মৃত্যুর কোলে লভেছে আশ্রয়।
আমি নারী—আর বভ্রু মোর এখনো বালক।
এ রাজ্যের—এ বংশের ভাল মন্দ
সবি ন্যস্ত তব 'পরে।

চিত্ররথ। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর
শত্রুগণ অসহায়া ভাবিয়া তোমারে
কতবার করিয়াছে রাজ্য আক্রমণ।
কতবার গৃহশত্রু চক্রান্ত করিয়া
সিংহাসন অধিকারে করেছে প্রয়াস।
কিন্তু একা আমি—ছিন্নভিন্ন করি সেই চক্রান্তের জাল
করিয়াছি শান্তিরক্ষা এ রাজ্যের মাঝে।
কিন্তু মাগো—বৃদ্ধ হয়ে গেছি,
আর কতদিন বহি দায়িত্বের বোঝা।
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের তেজ—
সে বিক্রম সবি নষ্ট হয়ে গেছে।

চিত্রাঙ্গদা। হে পিতৃব্য—
সবি জানি,
একমাত্র তোমারে ভরসা করি—নিশ্চিন্তে রয়েছি আমি।

চিত্ররথ। এইবার চিত্রাঙ্গদা—বিশ্রামের প্রয়োজন মোর।
মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি

প্রতিক্ষণে বাজিতেছে কর্ণেতে আমার।
বভ্রু এইবার আপনার রাজ্য আপনি বুঝিয়া নিক্।
এই বিবাহেতে,
বল মাতা—কারে কারে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে ?

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রুর বিবাহ—এ যে মোর জীবনের মহা-মহোৎসব !
এ রাজ্যের দীনতম ভিখারীরে
রাজপুরে কর নিমন্ত্রণ।
মণিপুরবাসী যত নরনারী
মহোৎসবে মত্ত হোক্ আমারি মতন।
মুক্ত করি দাও রাজকোষ—
ধনরত্ন যাহা কিছু রয়েছে সঞ্চিত
দুঃখী প্রজাদের মাঝে দাও বিলাইয়া।

চিত্ররথ। আর কাহারেও নিমন্ত্রণ করিবে না মাতা !

চিত্রাঙ্গদা। না।

চিত্ররথ। পঞ্চপাণ্ডবেরে নিমন্ত্রণ উচিত জননী।

চিত্রাঙ্গদা। কেন ?

চিত্ররথ। পুত্রের বিবাহবার্ত্তা পিতা জানিবে না ?

চিত্রাঙ্গদা। যে জনক পুত্রের জন্মের কভু রাখেনি সংবাদ
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা তারে জানাবার নাহি প্রয়োজন।

চিত্ররথ। এ কি অভিমান মাতা ?

চিত্রাঙ্গদা। কাহার উপর অভিমান করিব পিতৃব্য।
পঞ্চবিংশ বৎসরের মাঝে
আপন পত্নীরে যেবা করেনি স্মরণ,
তার 'পরে অভিমান সাজে কি কখনো ?

চিত্ররথ। তুমি মাতা ছিলে হেথা—বহুদূরে,
তাই ধনঞ্জয় সাক্ষাতের পায়নি সুযোগ।

চিত্রাঙ্গদা। কেবা বলেছিল তারে রাখিতে আমারে হেথা?
মণিপুরে রাজমাতা হ'য়ে—
ঐশ্বর্য্যের মাঝে চাহিনি থাকিতে কভু।
আমি পত্নী তাঁর—ধর্ম্ম সাক্ষী করি মোরে করেছে গ্রহণ;
সম্পদে বিপদে আমি তাঁর সুখদুঃখ
সমভাবে বহিবারে সর্ব্বদা প্রস্তুত।
তবে কেন এতদিন সে আমারে করেনি স্মরণ?

চিত্ররথ। কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবেতে
জ্বলেছিল কি ভীষণ সমর অনল—
সবি জান তুমি।
তাই ধনঞ্জয় ডাকে নাই তোমা সেই বিপদের মাঝে।

চিত্রাঙ্গদা। সুভদ্রা দ্রৌপদী সম তাঁর পার্শ্বে থাকি
উপেক্ষিতে শত্রুরে সদম্ভে নহি কি সক্ষম আমি!
হে পিতৃব্য—তোমারি শিক্ষায় বাল্যকাল হ'তে
সর্ব্ব অস্ত্র করেছি আয়ত্ত;
হ'লে প্রয়োজন পারি আমি ভেটিবারে
দেবরাজ পুরন্দরে সম্মুখ সমরে।
অন্য রমণীর মত এই বাহু মোর
নহে কোমল মৃণাল—
সহস্র বজ্রের শক্তি রয়েছে সঞ্চিত।
তবে কেন আমি তার পাশে স্থান নাহি পাব!

চিত্ররথ। অতি অল্পদিন ধনঞ্জয়—
তোমাসনে মিশিবার পেয়েছে সুযোগ।

তাই অন্য রমণীর সম—
কোমল হৃদয়া বলি ভেবেছে তোমারে।
মনে হয় মাতা,
তোমারে উপেক্ষা নহে ইচ্ছাকৃত তার।

চিত্রাঙ্গদা। আমার উপেক্ষা!
আমার উপেক্ষা, সহিবার শক্তি আছে এ বক্ষে আমার।
কিন্তু দেব মোর বভ্রুর উপেক্ষা,
মাতা হ'য়ে আর আমি সহিতে পারি না।
অন্য বালকের কাছে শুনি পিতার স্নেহের কথা,
পিতৃস্নেহে অভিলাষী সন্তান আমার
গলাটী জড়ায়ে মোর কতবার শুধায়েছে,
কেবা তার পিতা—
কিন্তু আমি তারে কোনদিন পারিনি বলিতে!
দুর্ব্বিসহ বেদনায় কণ্ঠ মোর রুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

চিত্ররথ। ছিঃ—ছিঃ—চিত্রাঙ্গদা—কাঁদিও না তুমি!

চিত্রাঙ্গদা। বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় জনক যাহার,
ধর্ম্মের প্রতীক মূর্ত্তি রাজা যুধিষ্ঠির,
দণ্ডধারী যম সম বীর বৃকোদর
জ্যেষ্ঠতাত যার—
পরিচয়হীন হ'য়ে সে রয়েছে জগতের মাঝে,
মাতা হ'য়ে আমি দেব সেকথা কেমনে ভুলি—
এত ব্যথা রাখিবার স্থান কোথা মোর?

চিত্ররথ। মাতা—দুঃখ ব্যথা নিত্য এ জগতে।
ক্রন্দনের মাঝে মানবের জীবন আরম্ভ—
আর জীবনের পরিণতি এই ক্রন্দনের মাঝে।

দুঃখের নিবৃত্তি করা পরম কর্ত্তব্য ;
কর্ম্মক্ষেত্রে জড়সম হ'লে অভিভূত
দুঃখ আরো চেপে ধরে—সুখ শান্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।
সতী তুমি—সতীকুলরাণী ছিল জননী তোমার,
পতির উপরে অভিমান ক'রো না কখনো।
আমি নিজে যাব ধর্ম্মরাজ পাশে—
নিমন্ত্রণ করিব সাদরে।

(ইরার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা। এ কি!
মুখখানি এত ম্লান কেন—কি হয়েছে ?
চিত্ররথ। কি হয়েছে দিদি ?
ইরা। দাদু, বভ্রু যেন কোথা চলে গেছে।
প্রাসাদের সব স্থানে করেছি সন্ধান—
কোথাও না পাইনু তাহারে।
চিত্ররথ। এ তো অত্যন্ত অন্যায় তার।
তোমারে না বলি—চলে গেছে তোমারে ছাড়িয়া ?
ইরা। দেখ তো দাদু!
চিত্ররথ। এইবার ফিরে এলে,
শাস্তি দিব তারে তোমারি সম্মুখে।
ইরা। হাঁ দাদু—তাই ক'রো—শাস্তি দিও তারে।
চিত্ররথ। গুরুতর অপরাধ—বল দেখি—কোন্ শাস্তি দিব ?
ইরা। যাহা ইচ্ছা হয়।
চিত্ররথ। বভ্রু ফিরে এলে—তার কানদুটো কেটে নিব আমি।
ইরা। না দাদু—
কান কেটে নিলে, মোর কথা একেবারে পাবে না শুনিতে।

চিত্ররথ। তবে মাথা ন্যাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে দিব।

ইরা। না দাদু, কি সুন্দর চুল তার—সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।

চিত্ররথ। তবে তো বিপদ।

ইরা। শোন দাদু।
বভ্রু এলে বলে দিও তারে—
আর কোনদিন যেন আমারে ছাড়িয়া কোথাও না যায়।

চিত্রাঙ্গদা। আচ্ছা—তাই হবে মা—তাই হবে।

চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—চল এইবার—বহু কার্য্য আছে।
আসি দিদি— [চিত্ররথ ও চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান

(ইরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া গাহিল)

ইরার গীত

আজি গগনে লেগেছে ঘুম ঘোর
ধরণী বাদল বিভোর।
রিনি রিনি কেঁপে ওঠে বরষার ঝঙ্কার
বাদলের বীন্‌ তার,
ঘুমায়েছে অন্তর মোর।
পাণ্ডুর আবরণ পারে
(কোন) অদেখার চাহনি ইসারে
বাদলের বারিধারা মাঝে
(কার) সুমধুর গুঞ্জন রাজে
চঞ্চল বিরহ কাতর।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। ইরা—ইরা—শোন্—শোন্।

ইরা। (একবার বভ্রুর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল)

বভ্রু। দেখে যা—
কি সুন্দর অশ্ব ধরিয়াছি।

ইরা। অশ্ব! কোথা অশ্ব?

বভ্রু। ঐ দেখ্।

ইরা। কি সুন্দর অশ্ব!
বভ্রু—ওটী আমি নেব।

বভ্রু। জানিস্—কার অশ্ব ওটী?

ইরা। না।

বভ্রু। মহারাজ যুধিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
ওটী সেই যজ্ঞ-অশ্ব।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
যে ধরিবে এই অশ্ব—অনিবার্য্য যুদ্ধ তার অর্জ্জুনের সাথে।

ইরা। বভ্রু—অশ্ব ছেড়ে দাও।

বভ্রু। কেন?

ইরা। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ—বড় ভয় হয়।

বভ্রু। এত ভীরু তুই।
অর্জ্জুনের নাম শুনে ভয়েতে অস্থির!

ইরা। শুনিয়াছি জননীর মুখে—
গাণ্ডিবী অর্জ্জুন নাকি শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর
মল্লযুদ্ধে মহাদেবে পরিতোষ করি
পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছে হেলায়;
খাণ্ডব দাহনে বজ্রধর দেবরাজে করেছে বিমুখ।

বভ্রু। তাই আবাল্যের কামনা আমার—
দর্পচূর্ণ করিব পার্থের সম্মুখ সমরে।
এতদিন পরে তার এসেছে সুযোগ—
বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারি। পাণ্ডব-শিবির হ'তে এসেছে সাত্যকি,
মাগিতেছে রাজ-দরশন।

বভ্রু। নিয়ে এস হেথা।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

ইরা—ক্ষণকাল ব'স অই খানে ;
দেখা করি সাত্যকির সনে—অবিলম্বে যাইতেছি আমি।

ইরা। বভ্রু—

বভ্রু। কোন ভয় নাই।
সাত্যকির সনে মোর নাহিক বিরোধ।
অই আসিছে সাত্যকি—যা বিলম্ব করিস্ না—

ইরা। দিও না তাড়ায়ে মোরে।
কোন কথা কহিব না আমি,
এক পাশে চুপ করে রহিব দাঁড়ায়ে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। তুমি বভ্রুবাহ—মণিপুর-রাজ?

বভ্রু। অনুমান সত্য তব, আমি বভ্রুবাহ।
কেবা তুমি বীরবর—দেহ পরিচয়!

সাত্যকি। সাত্যকি আমার নাম—যদুকুলে জনম আমার।

বভ্রু। যদুকুল-ধুরন্ধর—তুমি ধানুকী সাত্যকি?
তারপর—মোর কাছে কিবা প্রয়োজন
জানিতে কি পারি?

সাত্যকি। শুনলাম অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব ধরিয়াছ তুমি—তাই—

বভ্রু। দেখিতে এসেছ সত্য কথা কিনা?
বীরবর—মিথ্যা শোন নাই তুমি।

তোমাদের যজ্ঞঅশ্ব আমি নিজে ধরিয়াছি ;
অই দেখ সযতনে রেখেছি বাঁধিয়া।

সাত্যকি। জান—কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি ?

বভ্রু। অবশ্যই জানি।

সাত্যকি। এই দণ্ডে অশ্ব মোরে দাও ফিরাইয়া—নহে—

বভ্রু। নহে সুনিশ্চয় রণ অর্জ্জুনের সনে।

সাত্যকি। অশ্বভালে রয়েছে লিখন—পড়িয়াছ তুমি ?

বভ্রু। শুধু পড়ি নাই—অতি যত্নে রেখেছি নিকটে।

(লিখন দেখাইল)

সাত্যকি। তোমার উত্তর ?

বভ্রু। ক্ষত্র হ'য়ে জিজ্ঞাসিছ উত্তর আমার !
শোন বীরবর—
স্বেচ্ছায় ধরেছি অশ্ব—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব।

সাত্যকি। এখনো বুঝিয়া দেখ।
জান—কারে তুমি শত্রুরূপে করিছ আহ্বান ?

বভ্রু। জানি বীরবর।

সাত্যকি। সামান্য বালক হ'য়ে
কেন এই বিপদেরে কর আলিঙ্গন ?
ভুবনবিজয়ী পার্থ মহা ধনুর্দ্ধর—
সহ সহোদর ভীম ভীম-পরাক্রম—
লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী অশ্বের রক্ষক।
ক্ষুদ্র মণিপুর—তার অধিপতি তুমি—

ইরা। ক্ষুদ্র বটে মণিপুর—কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণ নহে মণিপুর-রাজ,
শৌর্য্য বীর্য্যে কারো হ'তে হীন নন তিনি।

শুনিয়াছি সভ্য দেশে জনম তোমার—
নাহি জান সভ্যতার রীতি,
নাহি জান—রাজ সম্ভাষণ কেমনে করিতে হয় ?

বভ্রু। যাক্—সে কথার নাহি প্রয়োজন—
এইবার স্বস্থানে প্রস্থান করি,
বার্ত্তা দেহ তব ভুবনবিজয়ী বীরে,
মণিপুর-রাজ বভ্রুবাহ ধরিয়াছে হয়—
বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি পাবে।

সাত্যকি। এতক্ষণে বুঝিলাম শমন নিকট,
ঘটিয়াছে মতিভ্রম তাই সবাকার ;
নহে পার্থসনে যুঝিবারে চাহ ?
শর মুখে উপাড়িয়া ক্ষুদ্র মণিপুর
সাগরের জলে এই দণ্ডে করিবে নিক্ষেপ ;
সুনিশ্চিত স্ববংশে নিধন।

বভ্রু। উপদেশ-সুধা তব আকণ্ঠ করেছি পান।
সামান্য সেনানী তুমি—
ইহার উত্তর তোমারে কি দিব ?
শীঘ্র যাও—হে বীর সাত্যকি,
বল গিয়া তব প্রভু কপটী পার্থেরে—

সাত্যকি। কি কহিলে—কপটী ফাল্গুনী ?

বভ্রু। পুনর্ব্বার কহি কপটী ফাল্গুনী।
স্নেহান্ধ ধার্ম্মিক মহাপ্রাণ ভীষ্মদেবে
বধে নাই ধনঞ্জয় কপট সমরে ?
দেবোপম গুরুদেব বীর দ্রোণাচার্য্যে
মিথ্যাবাক্যে করি প্রতারিত

হীন পিশাচের সম—
বধে নাই তব ভুবনবিজয়ী বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর ?

সাত্যকি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহিমা,
মূর্খ তুমি—তুমি কি বুঝিবে ?

বভ্রু। বুঝিবার প্রয়োজন নাহি বীরবর।
যাও—কহ গিয়া তোমার প্রভুরে,
সাধ্য থাকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিয়া আমারে—
অশ্ব নিয়ে যাক্।

সাত্যকি। উত্তম—চলিলাম তবে।
উপযুক্ত শাস্তি তব মিলিবে অচিরে।

বভ্রু। যেতে যেতে শোন হে সাত্যকি,
কহিও অর্জ্জুনে—
নহি আমি ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ ভীষ্মদেব,
নপুংসকে দেখিয়া সম্মুখে
অস্ত্র ত্যাগ করিব না যুদ্ধের সময়।
নহি আমি স্নেহাতুর দ্বিজ দ্রোণাচার্য্য,
মিথ্যা বাক্যে পারিবে না প্রতারিতে মোরে।
অন্য কিছু ছলা কলা জানা থাকে যদি—
তবেই কহিও তারে ভেটিতে আমারে।

সাত্যকি। এত স্পর্দ্ধা!
এত দম্ভ তব ?

বভ্রু। বৃথা দম্ভ করি নাই তোমাদের মত।
কুরুপক্ষ রথিগণে ছলনায় বধি,
বীরহীন বসুন্ধরা ভাবিয়াছ মনে—
তাই দম্ভভরে অশ্বভালে দিয়াছ লিখন।

খণ্ড খণ্ড করি এই লিখনেরে—
করিলাম পদাঘাত তোমারি সম্মুখে।
সাধ্য থাকে প্রতিশোধ লইও ইহার।

[সাত্যকির সক্রোধে প্রস্থান

(চিত্ররথ ও চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। বভ্রু!

বভ্রু। মাতা—আজি মোর জীবনের নব সুপ্রভাত।
শুনিয়াছি তোমার নিকট—
তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর;
দেখিতে তাহারে ছিল বড় সাধ মোর
সেই পার্থ আসিয়াছে মণিপুরে আজি।

চিত্রা। মণিপুরে আসিয়াছে তৃতীয় পাণ্ডব!

বভ্রু। যুধিষ্ঠির করিয়াছে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান,
অশ্বের রক্ষক হয়ে আসিয়াছে তৃতীয় পাণ্ডব।
সেই অশ্ব অই দেখ সযতনে রেখেছি বাঁধিয়া।

চিত্রা। কি করেছ অবোধ বালক!
কার অশ্ব ধরিয়াছ তুমি?
এই দণ্ডে যজ্ঞঅশ্ব মুক্ত করে দাও।

বভ্রু। সে কি কথা মাতা!
বীর দর্পে ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
এই মাত্র দম্ভভরে কহিলাম সাত্যকিরে
বিনা যুদ্ধে অশ্ব নাহি দিব।

চিত্রা। অবোধ সন্তান—
কার সনে যুদ্ধ করিবারে চাহ?

বভ্রু। দেহ আজ্ঞা জননী আমার,

তব আশীর্ব্বাদে—
অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ করিব সমরে।

চিত্ররথ। অসম্ভব এই যুদ্ধ শোন বভ্রুবাহ,
পিতা তব ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব।

বভ্রু। পিতা মোর তৃতীয় পাণ্ডব!
মাতা—সত্য—সত্য—পিতা মোর তৃতীয় পাণ্ডব!

চিত্রা। হ্যাঁ পুত্র—পিতা তব বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অশ্ব লয়ে যাও পুত্র জনকের পাশে,
অপরাধ মাগি লহ চরণে তাঁহার।

চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—ভাবিও না তুমি—
আমি নিজে সঙ্গে করি নিয়ে যাব
বভ্রুবাহনেরে অর্জ্জুনের পাশে।
পুত্রস্নেহে বন্দী করি পাষাণ অর্জ্জুনে,
অবিলম্বে আনিব তাহারে হেথা।
পতি-পরিত্যক্তা অভাগিনী জননী আমার
যখনই দেখিতাম—
বেদনায় ভরা ছল ছল নয়ন তোমার,
ব্যথাক্লিষ্ট ম্লান মুখখানি,
শতধারে ফেটে যেত জীর্ণ বক্ষ মোর।

ইরা। বভ্রু—বভ্রু বিলম্ব ক'রো না আর—
চল ত্বরা দুজনায় গিয়ে
পাণ্ডব-শিবির হ'তে ধরে নিয়ে আসি ধনঞ্জয়ে।

বভ্রু। মাতামহ—সমর ঘোষণা করি
বিনা যুদ্ধে কভু আমি অশ্ব নাহি দিব।
ত্রিভুবনে কলঙ্ক রটিবে —

সর্ব্ব লোকে কহিবে হাসিয়া
প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে অশ্ব ত্যজিলাম ।
শোন মাতা—তুমিই কহিলে পিতা মোর ক্ষত্র চূড়ামণি,
যুদ্ধ করি দিব পরিচয়
সত্য আমি কিনা সন্তান তাঁহার ।

চিত্রা । জন্মদাতা সনে চাহ করিতে সমর !
ছিঃ—ছিঃ পুত্র, ওকথা এনো না মুখে !
শোন নাই তুমি—
পিতৃ আজ্ঞা পালিবারে
স্বহস্তে জননী বধ ক'রেছিল দেব ভৃগুরাম !
জনক প্রসন্ন হ'লে প্রসন্ন দেবতা !

বভ্রু । কিন্তু মাতা—
ব্রাহ্মণের কাছে করিয়াছি অঙ্গীকার—
পদস্পর্শ করি তাঁর ক'রেছি শপথ,
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে অশ্ব নাহি দিব ।

চিত্ররথ । কে সে ব্রাহ্মণ ?
কত দিন চিনিয়াছ তারে—কে সে তোমার ?
ছিঃ ছিঃ—এতদিন ধরি এত যত্নে কারে শিক্ষা দিছি !
কার তরে এ বৃদ্ধ বয়সে—
এ দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঢালি,
রাজ্যরক্ষা করিয়াছি আমি !
মাতৃভক্তিহীন বর্ব্বর সন্তান—
মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘিবারে চাহ ?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । বভ্রুবাহ !

বভ্রু। দেব!

শ্রীকৃষ্ণ। মনে আছে প্রতিজ্ঞা তোমার?

চিত্রাঙ্গদা। কে তুমি ব্রাহ্মণ—
পিতৃবধে সন্তানেরে কর উত্তেজিত?

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ বভ্রুবাহ—
পালিবে কি পালিবে না প্রতিজ্ঞা তোমার?
নিরুত্তর!
ক্ষত্রিয় অধম—ক্ষত্র কুলাঙ্গার,
জান যদি পালিবে না প্রতিজ্ঞা তোমার—
কেন পদস্পর্শ করি করিলে শপথ!
শোন বভ্রুবাহ—অভিশাপ দিলাম তোমারে—

বভ্রু। হে ব্রাহ্মণ—কিবা অভিশাপ দিতে চাহ মোরে!
অভিশাপে যদি তব
বিশ্বনাশী দাবানলে ধ্বংস হ'য়ে যাই—
সহস্র জনম হয় নরক-নিবাস—
জননীর আজ্ঞা তবু নারিব লঙ্ঘিতে।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জননী আমার—
কর আশীর্ব্বাদ—
নির্ব্বিচারে যেন পারি
বহিবারে আদেশ তোমার।

(বভ্রুবাহন নতজানু হইল, চিত্রাঙ্গদা আশীর্ব্বাদ করিল)

———

তৃতীয় অঙ্ক

পাণ্ডব শিবির

(অর্জ্জুন একাকী পদচারণ করিতেছিল)

অর্জ্জুন। এই সেই মণিপুর।
কত দিন—কত যুগ পরে আবার এসেছি হেথা।
অই দূর মৌনমূক পর্ব্বতের শ্রেণী,
শ্যামলিত বনানীর চঞ্চল অঞ্চল,
বর্ষার প্লাবনস্ফীত তটিনীর জল,
নীড়মুখী বিহগের অস্ফুট কাকলী,
যেন কত পরিচিত—কত আপনার।
(দূর বনানীর বুক হইতে সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল)

"ওরে পথহারা, ফিরে আয়—আয় ফিরে
বহিয়া পথের ভার,
কতদূরে যাবে আর,
সন্ধ্যা নামিল ধীরে।"

সত্যই তো—সংসার-মরুর মাঝে
কোথা সুখ—কোথা শান্তি ?
মণিপুর—ধরণীর নন্দন কানন—
তোর অই বনপথে স্নিগ্ধ বটছায়ে
যৌবনের স্বপ্ন মোর হয়েছে সার্থক—
তোর বুকে শুনিয়াছি যৌবনের গান,
যার ছন্দ—যার ভাষা—সুরের কম্পন,

এত দিন পরে তবু বুকের মাঝারে
ক্ষণে ক্ষণে থাকি থাকি উঠিছে রণিয়া।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি সংবাদ বৃষকেতু ?

বৃষকেতু। আমি ও সাত্যকী ছিনু অশ্বের প্রহরী।
উজলিয়া বনপথ রূপের আভায়,
সুদীর্ঘ গঠন এক হাস্যময় যুবা,
অশ্ব নিয়ে গেল চলি চোখের নিমেষে।

অর্জ্জুন। কে সে যুবা পেয়েছ সংবাদ ?

বৃষকেতু। পাইয়াছি দেব।
বভ্রুবাহ নাম তার মণিপুর-রাজা।

অর্জ্জুন। কোন্ ভাগ্যবান্ পিতা তার—জেনেছ সংবাদ ?

বৃষকেতু। না পিতৃব্য—
তার পিতার সংবাদ কেহ নাহি জানে ;
তবে শুনিলাম—মণিপুর-রাজার নন্দিনী
দেবী চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার।

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা—চিত্রাঙ্গদা—
কি কহিলে চিত্রাঙ্গদা জননী তাহার ?

বৃষকেতু। হ্যাঁ পিতৃব্য।
বভ্রুবাহে ভেটিবারে রাজপুরে গিয়াছে সাত্যকি।

অর্জ্জুন। ভয় নাই পুত্র।
নিরুদ্বেগে কর তুমি বিশ্রাম গ্রহণ ;
অবিলম্বে অশ্ব মোরা পাইব ফিরিয়া।

বৃষকেতু। হে পিতৃব্য—
ক্ষুদ্র মণিপুর বলি নিশ্চিন্ত থেকো না।

যুবকের নয়নের কোণে
দেখিয়াছি আমি যেন প্রলয়ের শিখা,
কণ্ঠস্বরে শুনিয়াছি বজ্রের নির্ঘোষ।

অর্জ্জুন। প্রলয়ের মাঝে জনম যাহার—
তারি চোখে খেলে প্রলয়ের শিখা।
বৎস, নাহি কোন ভয়—
বিনা যুদ্ধে অশ্ব ফিরে পাইব আমরা।

বৃষকেতু। বিনা যুদ্ধে!

অর্জ্জুন। হ্যাঁ—বৎস—বিনা যুদ্ধে।

বৃষকেতু। হে পিতৃব্য—কেবা এই বভ্রুবাহ শুনিতে কি পারি?

অর্জ্জুন। আমাদের পরম আত্মীয়।
পশ্চাতে কহিব সব,
যাও এবে কর বিশ্রাম গ্রহণ।

বৃষকেতু। যথা আজ্ঞা দেব।

[বৃষকেতুর প্রস্থান

অর্জ্জুন। বভ্রুবাহ সুনিশ্চয় আমারি সন্তান।
চিত্রাঙ্গদা—পরিত্যক্তা অভাগিনী প্রেয়সী আমার—
পুত্রস্নেহ-বুভুক্ষিত উষর অন্তরে
বহাইতে স্নিগ্ধ স্নেহ মন্দাকিনী ধারা
তবে তুমি এতদিন পালিয়াছে সন্তানে আমার!
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুলে করিয়া নিধন,
গৌরবের জয়টীকা পরিয়া ললাটে
দর্পভরে ভ্রমিতেছি জগতের মাঝে;
কিন্তু তুমিতো জান না প্রিয়ে,
কি গভীর মহাক্ষত

রহিয়াছে বক্ষের মাঝারে ;
অভিমন্যু মৃত্যুশোক কি গভীর ভাবে
বাজিয়াছে অন্তরে আমার ;
কি সে তীব্র জ্বালা—
যাহার পীড়নে প্রতি পলে
শ্বাস রোধ হইতেছে মোর।
তুমি এস—এস প্রিয়ে
সাথে লয়ে পুত্রে মোর বংশের পাবন,
অভিমানভরা ছল ছল চোখে,
কর তিরস্কার পাষাণ অর্জ্জুনে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। একি– সখা তুমি !
শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকায় ছিনু,
আজি প্রাতে তব লাগি মন বড় হ'ল উচাটন।
তাই মহা ব্যস্তে আসিতেছি আমি।
হেথাকার সকলি কুশল—হয় নাই কোন অমঙ্গল ?
অর্জ্জুন। তুমি যার সখা—
তুমি যারে রেখেছ চরণে,
তার অমঙ্গল কভু কি সম্ভব !
শ্রীকৃষ্ণ। যাক্—এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইনু।
অর্জ্জুন। সখা—এখনি তোমার কথা হয়েছিল মনে,
অন্তর্য্যামি তুমি নারায়ণ—
তাই বুঝি শুনিয়াছ ভক্তের আহ্বান।
শ্রীকৃষ্ণ। তবে ঘটেছে কি কোনও বিপদ ?
অর্জ্জুন। ভেবেছ কি তুমি নারায়ণ—

শুধু বিপদে পড়িলে করি স্মরণ তোমারে ?
সম্পদে বিপদে ও রাঙা চরণ দুটী একমাত্র সম্বল আমার।
সখা—আজি মোর মহা শুভদিন,
পেয়েছি সংবাদ নহি পুত্রহীন আমি,
মহাবীর পুত্র মোর রয়েছে জীবিত।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সন্তান! কোথায় সে সখা ?

অর্জ্জুন। মনে পড়ে—বহুদিন আগে বলেছি তোমারে,
যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়েছিল দেখা
মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা সনে!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ মনে পড়ে, তারে করেছিলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ—না ?

অর্জ্জুন। গর্ভে তার জন্মিয়াছে বীর বভ্রুবাহ—
সুন্দর সুঠাম যুবা নয়ন-আনন্দ ;
বৃষকেতু দেখিয়াছে তারে।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃষকেতু কেমনে দেখিল ?

অর্জ্জুন। যজ্ঞঅশ্ব আমাদের নিশ্চিন্তে ভ্রমিতেছিল,
অই দূর পর্ব্বতের পাশে।
বভ্রুবাহ ধরিয়াছে সেই মন্ত্রপূত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যই কি ধারণা তোমার—বভ্রুবাহ তোমার সন্তান ?

অর্জ্জুন। ধারণা কি সখা—এ যে ধ্রুব সত্য।
নারায়ণ—কেন দেখি চিন্তিত তোমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য যদি বভ্রুবাহ সন্তান তোমার—
তবে দেখিতেছি বিষম বিপদ।

অর্জ্জুন। বিপদ! কেন সখা ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সন্তান বীরদর্পে অশ্ব ধরিয়াছে,
বিনা যুদ্ধে কভু অশ্ব দিবে না ছাড়িয়া।

অর্জ্জুন। পুত্র হ'য়ে পিতা সনে করিবে সমর !
অসম্ভব—অসম্ভব জনার্দ্দন।
ভুলক্রমে ধরিয়াছে হয়,
অবিলম্বে বুঝি নিজ ভুল, অশ্ব লয়ে আসিবে এখানে।
পিতা-পুত্রে রণ কভু কি সম্ভব !

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—ভগবান্ রামচন্দ্র
নিজপুত্র লবকুশ সনে করেছিল রণ।
আর, সে সমরও হয়েছিল যজ্ঞঅশ্ব লাগি।

অর্জ্জুন। লবকুশ জানিত না কেবা পিতা তাহাদের।
আর রামচন্দ্র তাহাদের পারে নি চিনিতে,
নির্ব্বাসিতা জানকীর সন্তান বলিয়া।
এ কাহিনী চিত্রাঙ্গদা যখনি শুনিবে,
দুষ্ট পুত্র সহ নিজে আসি মাগিবে মার্জ্জনা।

(সাত্যকির প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কি সংবাদ সাত্যকি ?

সাত্যকি। হে কেশব—কি আর কহিব—
যজ্ঞঅশ্ব ফিরে নাহি পেনু।

অর্জ্জুন। হে সাত্যকি—করেছ বিষম ভ্রম,
বভ্রুবাহ সনে কেন করনি সাক্ষাৎ ?

সাত্যকি। হে ফাল্গুনী—আমি নিজে ভেটিয়াছি তারে।

অর্জ্জুন। কেন তুমি কহিলে না তারে—
অশ্বের রক্ষক হ'য়ে আমি আসিয়াছি।

সাত্যকি। তাও কহিয়াছি।

অর্জ্জুন। তবু অশ্ব নাহি দিল ?

সাত্যকি। হে গাণ্ডিবি ! কত দেশে—

কত মহারথি সহ হয়েছে সংঘাত,
কিন্তু হেন অপমান হই নাই কভু।
ক্ষুদ্র মণিপুর—অসভ্য বর্ব্বর জাতি,
তার অধীশ্বর সামান্য বালক,
কী ভীষণ অপমান করিয়াছে মোরে—
পারিবে না ধারণা করিতে।
বালকের সুন্দর মূরতি হেরি—
অন্তরেতে স্নেহ উপজিল,
তাই বুঝাইয়া কহিনু তাহারে,
ছেড়ে দিতে রণ-অভিলাষ।
কিন্তু সেই দুর্ব্বিনীত অধম বর্ব্বর,
কটু কথা উচ্চারিল তোমারি বিরুদ্ধে;
শুধু তাই নহে—
আমাদের সুপবিত্র সেই লিখনেরে খণ্ড খণ্ড করি
পদাঘাত করিল সে আমারি সম্মুখে।

শ্রীকৃষ্ণ। অবোধ বালক না বুঝিয়া করেছে এ কাজ,
কি কহ ফাল্গুনী—

সাত্যকি। হে কেশব—
কারে তুমি কহিতেছ অবোধ বালক?
নিজ কাণে শুনিলে সে বচনের ছটা—
সম্বরিতে ক্রোধ তব নারিতে নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও এবে লওগে বিশ্রাম।
অবিলম্বে জানাইব কর্ত্তব্য সকল।

সাত্যকি। বিবেচনা করিবার কি আছে কেশব?
আমাদের শক্তিরে উপেক্ষা করি বভ্রুবাহ ধরিয়াছে হয়;

এই দণ্ডে সৈন্যগণে করহ আদেশ—
মণিপুর রাজধানী ভাঙি পদাঘাতে,
চূর্ণ চূর্ণ করি দিক ধূলির মাঝারে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা যাও এবে, দেখ কোথা বৃকোদর।

[সাত্যকির প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। এতক্ষণে বুঝিলাম—বভ্রুবাহ সত্য তোমারি সন্তান।
না হ'লে তোমার পুত্র,
পার্ব্বত্য গন্ধর্ব্ব রাজ্যে লইয়া জনম
এ হেন সাহস—এ হেন বীরত্ব—
হেন শৌর্য্য কেমনে পাইবে ?
অভিমন্যু পুত্রশোক ভুলে যাও সখা,
কর—কর তুমি আনন্দ-উৎসব
এক পুত্র গেছে কিন্তু তারি সম
বীর্য্যবান পুত্র তব রয়েছে জীবিত।

অর্জ্জুন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য সখা—
অবোধ বালক—জেনেশুনে চাহে পিতাসনে করিতে সমর !

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ক্ষুব্ধ হ'তেছ অর্জ্জুন !
পুত্র তব বীরোচিত—ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছে ;
তব নাম শুনি, আজি যদি বভ্রুবাহ অশ্ব ছেড়ে দিত,
বুঝিতাম সুনিশ্চয় চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে,
জন্মিয়াছে এক জারজ সন্তান।

অর্জ্জুন। সব বুঝি—কিন্তু বল সখা কি কর্ত্তব্য এখন ?

শ্রীকৃষ্ণ। এতক্ষণ শুধু তাই চিন্তা করিতেছি।
জেনেশুনে সন্তানের গায়
কেমনে করিবে তুমি অস্ত্রের আঘাত !

শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও সন্তান,
তার রক্ত নিয়ে খেলা—কোন পিতা পারে কি কখনো ?

অর্জ্জুন। হে কেশব! সহস্র বিপদ আসিয়াছে জীবনে আমার—
কিন্তু এহেন বিপদে পড়ি নাহি কভু।
বিপদে উদ্ধারকারী তুমি নারায়ণ—
কোন মতে এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বইচ্ছায় বভ্রুবাহ অশ্ব নাহি দিবে।
তোমার সন্তান—উচ্চশির তার
কিছুতেই নত করিবে না।
চল মোরা দুইজন যাই সঙ্গোপনে চিত্রাঙ্গদা-পাশে,
যুক্তি ক'রে দেখি—বিনা যুদ্ধে যাহে অশ্ব ফিরে পাই।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষকেতু। হে পিতৃব্য—শোন সুসংবাদ,
বভ্রুবাহ উপস্থিত শিবির-দুয়ারে যজ্ঞঅশ্ব সহ;
মাগিতেছে দর্শন তোমার।

অর্জ্জুন। আসিয়াছে বভ্রুবাহ!
যাও বৃষকেতু—শীঘ্র তারে নিয়ে এস হেথা।

[বৃষকেতুর প্রস্থান

হে কেশব! পুত্র মোর এসেছে দুয়ারে—
ধৈর্য্য নাহি মানে অন্তর আমার;
যাই—আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি তারে।

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও অর্জ্জুন।
কারে তুমি পুত্র কহ?
অক্ষত্রিয়—উদ্ধত যুবক—দর্পভরে যজ্ঞ অশ্ব ধরি
প্রাণভয়ে আসিয়াছে দিতে ফিরাইয়া;

তারে তুমি পুত্র বলি চাহ আলিঙ্গন করিবারে !
ক্ষত্রিয় নন্দন কখনো কি করে হেন হীন আচরণ ?
ক্ষত্রিয়ের গর্ব্বোন্নত মহাউচ্চশির—
পরের চরণতলে,
যেবা পারে অবহেলে নত করিবারে—
ক্ষত্রিয়-গৌরব তুমি,
তার সনে তোমার সম্বন্ধ কভু না সম্ভব ।

অর্জ্জুন । হে কেশব !
অবোধ বালক, আগে পারে নাই বুঝিবারে
করিয়াছে কতবড় গুরু অপরাধ ।
পরে শুনি সব কথা বুঝিয়াছে অন্যায় তাহার,
তাই আসিয়াছে ছুটি মোর কাছে চাহিতে মার্জ্জনা ।
নারায়ণ—পিতার হৃদয়ে যদি নাহি বহে
মার্জ্জনার পূতশুভ্র মন্দাকিনী ধারা—
পিতা যদি সন্তানের সব-অপরাধ
হাসিমুখে না করে মার্জ্জনা, নিমেষে যে সৃষ্টি লোপ হবে !
দানবে মানবে নাহি রবে কোন ভেদাভেদ ।

শ্রীকৃষ্ণ । হে ফাল্গুনী ! ন্যায়ের বিচারে—
ধর্ম্মের বিচারে পিতাপুত্রে নাহি ভেদাভেদ ।
বিচার আসনে বসি—পিতাপুত্রে ভেদাভেদ নহেক উচিত ?
পাণ্ডবের প্রতিনিধি তুমি—
পাণ্ডবের যশ মান খ্যাতি,
সবি তব পরে করিছে নির্ভর ।
বভ্রুবাহ করিয়াছে সাত্যকিরে মহা অপমান ।
সেই অপমান শুধু কি তাহার ?

অশ্ব-ভাল হ'তে ছিঁড়ি লয়ে পূত লিখনেরে—
পদাঘাত করিয়াছে সেই নরাধম।
পাণ্ডবের যশোশিরে পদাঘাত করেছে যে জন—
তারে তুমি চাহ তুলে নিতে বুকের মাঝারে ?

অর্জ্জুন। হে কেশব! আমি যে তাহার পিতা—
এই বক্ষ ছাড়া কোথায় রাখিব তারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। না—না পার্থ—তা হয় না কখনো।
দুষ্ট ব্রণসম কুসন্তানে করহ বিনাশ,
বংশের গৌরব তুমি রাখহ অটুট।

অর্জ্জুন। হে মাধব! লক্ষ লক্ষ রমণীরে তোমার আদেশে
স্বামীহীনা পুত্রহীনা করিয়াছি আমি;
শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে যেন
তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনি অনিবার।
তোমার আদেশে ধর্ম্মপ্রাণ ভীষ্মদেবে
নিজ হস্তে বধিয়াছি কপট সমরে,
শোকাতুর গুরু দ্রোণে হত্যা করিয়াছি।
জগতের শ্রেষ্ঠ দাতা বীর চূড়ামণি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রথহীন কর্ণ মহাবীরে
তোমারি আদেশে আমি করেছি নিধন।
সর্ব্বঘৃণ্য পৈশাচিক যত কিছু কাজ—
সবি আমি করিয়াছি তোমারি ইচ্ছায়;
এইবার নারায়ণ মুক্তি চাহি আমি—
ঘাতকের কার্য্য হ'তে মুক্তি দাও মোরে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! কেবা পিতা—কেবা ভ্রাতা—কেবা গুরুদেব!
নশ্বর জগতে সবি মোহের ছলনা—জান না কি তুমি ?

দুর্ব্বল হৃদয় লয়ে
মহাকার্য্যে—দেবকার্য্যে কেন আসিয়াছ ?

অর্জ্জুন। ভুল—ভুল নারায়ণ—মহাভুল করিয়াছি আমি।
আগে আমি পারিনি বুঝিতে—
দেবকার্য্যে প্রয়োজন ঘাতকের নির্ম্মম অন্তর।
এতদিনে এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,
তাই মোর অন্তরাত্মা বক্ষের দুয়ারে আসি,
উচ্চৈঃস্বরে মাগিতেছে মুক্তির নিঃশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ। মুক্তির নিঃশ্বাস! দুর্ব্বল হৃদয় পার্থ—
কেন তুমি ধর্ম্মরাজ পাশে
যজ্ঞঅশ্ব রক্ষিবারে করেছিলে পণ ?

অর্জ্জুন। করিয়াছি দেব—মহাভুল করিয়াছি আমি।
কহ—কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ?
নিজহস্তে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলে,
হয় যদি যোগ্য দণ্ড তার,
কহ নারায়ণ—এই দণ্ডে তোমারি সম্মুখে
বক্ষ মোর চূর্ণ করে ফেলি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ পণ্ড হ'য়ে যাবে ?

অর্জ্জুন। অন্য কারো পরে কর দেব দায়িত্ব অর্পণ।

শ্রীকৃষ্ণ। অন্য কেহ হ'তে এই মহাকার্য্য হইলে সম্ভব,
নাহি করিতাম এত অনুরোধ তোমা ;
ধনঞ্জয় এখনো ভাবিয়া দেখ,
মিথ্যা মোহে ভুলি—অকলঙ্ক বংশের সম্মান,
অতল সাগর জলে দিও না ভাসায়ে।

অর্জ্জুন। যশ মান খ্যাতি বংশের সম্মান,

সব যাক ধ্বংস হ'য়ে—
তবু পুত্রহত্যা আমি করিতে নারিব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে পার্থ! ভেবেছিনু এ জীবনে কহিব না সে গুপ্ত কাহিনী;
কিন্তু দেখিতেছি—না কহিলে নাহিক উপায়।
তুমি জান সখা,
আত্মীয়-স্বজন— নিজ ভ্রাতা বলরাম হ'তে
ভালবাসি—স্নেহ করি তোমা;
সুভদ্রা হরণ কালে পাইয়াছ তার পরিচয়।
বন্ধু তুমি—ভ্রাতা তুমি—তুমি মোর আত্মার অধিক।
মিথ্যা মোহে হও যদি বিপথে চালিত,
আমি বন্ধু তব, সহিতে কি পারি?
জানি অতি ব্যথা পাবে অন্তরে তোমার,
তবু বাধ্য হ'য়ে কহিতেছি সেই গোপন কাহিনী।
শোন ধনঞ্জয়—বভ্রুবাহ নহে সন্তান তোমার।

অর্জ্জুন। এ কি কথা কহ জনার্দ্দন?
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্মিয়াছে বভ্রুবাহ—তবে—

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—অতি সত্য কথা।
কিন্তু শুনিয়াছি—চিত্রাঙ্গদা—নহে সাধ্বীসতী।

অর্জ্জুন। নারায়ণ—নারায়ণ—স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও।
নিষ্ঠুর ঘাতক সম
হানিও না তীব্র শেল বক্ষেতে আমার।
সত্য যদি হয়—তবু একবার মিথ্যা ক'রে বল,
যাহা কিছু শুনিয়াছ সব মিথ্যা কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! শান্তচিত্তে ভাব একবার;
নরশ্রেষ্ঠ রাম রঘুমণি

লোক অপবাদ হেতু,
আপনার হৃৎপিণ্ড করি উৎপাটন—
পুণ্যশ্লোকা গর্ভবতী দেবী জানকীরে
দিয়াছিল বিসর্জ্জন দূর বনবাসে।
লোক অপবাদ সখা নহে উপেক্ষার।
জেনে শুনে পাণ্ডু-বংশের গরিমা—
অকলঙ্ক চন্দ্র সম পবিত্র নির্ম্মল,
তারে আমি নাহি দিব লুপ্ত করিবারে।
ভেবেছিনু সে নিলর্জ্জ আসিবে না হেথা ;
কিন্তু এবে দেখি সব বিপরীত।
অশ্ব দিতে চায়—লও ফিরাইয়া,
কিন্তু যদি সে ঘৃণ্য জারজ—
পুত্রত্বের দাবী করে তোমার নিকট,
পদাঘাতে দাও দূর ক'রে।
অই আসে বভ্রুবাহ,
অন্তরের দুর্ব্বলতা দূর ক'রে দাও ;
কঠোর পুরুষ তুমি—হও দৃঢ় নিয়তির মত।
উপদেশমত কার্য্য কর তুমি ;
নহে স্থির জেনো—
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কভু না রহিবে।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

(অর্জ্জুন সংজ্ঞাহীনের মত বসিয়া পড়িল—ইরা ও বভ্রুবাহন প্রবেশ করিল)

ইরা। ওই হের জনক তোমার—
ভুবনবিজয়ী পার্থ গাণ্ডিবী অর্জ্জুন।
যাও—লজ্জা কি তোমার !

শুনিয়াছি—
পিতার বক্ষেতে
সন্তানের তরে ক্ষমা চির পুঞ্জীভূত।
চরণে করিয়া নতি কহ বুঝাইয়া—
করিয়াছ অপরাধ না জানিয়া তুমি।
সব অপরাধ তব করিয়া মার্জ্জনা,
মহানন্দে বক্ষে তুলে লইবে তোমারে।

বভ্রু। ইরা—পিতা তো আমারে কই করে না আহ্বান!

ইরা। ভারী বোকা তুমি;
কেমনে জানিবে পার্থ, তুমি সন্তান তাঁহার?
যাও—বসি তাঁর পদতলে দাও পরিচয়,
তবে তো সে আপন সন্তান জানি বুকে তুলে নেবে।

বভ্রু। একবার চাহ দেব নয়ন মেলিয়া,
চরণের প্রান্তে তব উপস্থিত দাস।

অর্জ্জুন। নারায়ণ—নারায়ণ—শক্তি দাও—শক্তি দাও বক্ষেতে আমার।
(বভ্রুর প্রতি) কে তুমি? কি চাহ এখানে?

বভ্রু। আমি দেব বভ্রুবাহ—
আসিয়াছি পূজিবারে চরণ তোমার।

অর্জ্জুন। এত ভক্তি কোথায় লুকায়ে ছিল,
যজ্ঞ-অশ্ব যবে তুমি করিলে বন্ধন?

বভ্রু। আগে দেব পারি নি জানিতে তব সত্য পরিচয়,
তাই না জানিয়া অপরাধ করেছি চরণে।

অর্জ্জুন। এবে বুঝি প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে
অশ্ব নিয়ে এসেছ এখানে?

বভ্রু। দেব—জন্মিলে মরণ হবে জানি সুনিশ্চয়;

যোদ্ধা আমি—জন্মমৃত্যু মোর কাছে দুই-ই সমান।
নহে দেব—প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে আসি নাই হেথা,
আজন্মের সাধ হেরিতে চরণ তব—
আসিয়াছি মিটাইতে সেই চির আশা।

অর্জ্জুন। এত প্রতারণা ভরা—এত ছলমাখা কথা—
কোথায় শিখেছ তুমি গন্ধর্ব্ব যুবক ?

বভ্রু। করিও না অবিচার অধমের পরে।
শোন দেব—তীর্থ পর্য্যটন কালে,
গন্ধর্ব্ব-দুহিতা দেবী চিত্রাঙ্গদা সনে
হ'য়েছিল বিবাহ তোমার।
তাঁরি গর্ভে তোমার ঔরসে জনম আমার।

অর্জ্জুন। এতক্ষণে বুঝিলাম কেন এসেছিস্,
এতক্ষণে বুঝিয়াছি—কিবা অভিপ্রায় !
লজ্জাহীন অধম বর্ব্বর—
কারে তুই কহিস জনক—কেবা তোর পিতা ?

বভ্রু। ক্রুদ্ধ নাহি হও দেব—
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা কর তুমি।
শুনিয়াছি—পিতৃস্নেহ বিধাতার শুভ্র আশীর্ব্বাদ,
জনকের পদছায়া শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি,
তাই আজন্মের সাধ লয়ে এসেছি দুয়ারে।
তোমার চরণ ছুঁয়ে কহি সত্য কথা—
তুমি দেব চিরপূজ্য জনক আমার।

অর্জ্জুন। আমি শুনিয়াছি তোর জন্মকথা।
রে নির্লজ্জ—হেন স্পর্দ্ধা তোর—
পিতা ব'লে সম্ভাষিতে চাহিস আমারে !

ইরা। সাবধান ধনঞ্জয়—
জান—কারে তুমি কহিতেছ হেন হীন বাণী ?
অর্জ্জুন। জানিতে কি পারি—কেবা তুমি বালা ?
ইরা। হে অর্জ্জুন—এসেছিনু দিতে মোর আত্মপরিচয়,
এসেছিনু আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইতে।
কিন্তু হীন কটু বাণী শুনিয়া তোমার মুখে—
লজ্জায় ঘৃণায় সকল অন্তর মোর উঠিছে কাঁপিয়া !
হইতেছে মনে—
এত বড় মহা ভুল কেন আমি করিনু জীবনে।
কেন আসিতে আসিতে
পথিমাঝে বজ্রাঘাতে মৃত্যু নাহি হ'ল !
অর্জ্জুন। শুনিতে কি পারি—কেন ক্রুদ্ধ হ'লে আমার উপরে ?
কিবা অপরাধ করিয়াছি তোমার নিকট ?
ইরা। মদগর্ব্বী ক্ষত্রিয় অধম—
কিবা অপরাধ তব নাহি জান তুমি ?
ভেবেছ কি মনে—
আকাশে দেবতা সব রয়েছে নিদ্রিত,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে !
এত বড় মহাপাপী মহা দুরাচার—
সন্তানের জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ কর তুমি !
অর্জ্জুন। কারে তুমি কহিতেছ সন্তান আমার ?
সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু আছিল সন্তান মোর ;
দ্রোণ দ্রোণী কর্ণ আদি সপ্তরথী সনে,
সিংহশিশুসম করিয়া সমর
স্বর্গধামে চলে গেছে কুরুক্ষেত্র রণে।

সেই পুত্র ছিল মোর বংশের গৌরব।
আর এই কাপুরুষ—গর্ব্বভরে অশ্ব ধরি—
শেষে ভয় পেয়ে কহিতেছে সন্তান আমার।
আমার সন্তান হ'লে—অনায়াসে প্রাণ ত্যজিত সমরে,
অশ্ব লয়ে কভু আসিত না হেথা।

ইরা। বুঝিলাম শমন নিকট তব—
তাই সন্তানের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য 'পরে
অবহেলে কর পদাঘাত!
উত্তম—কালি প্রাতে সমরের সাধ তব
মিটাইবে মণিপুর-রাজা।
বভ্রু—বভ্রু—উঠে এস—
একদণ্ড থাকিতে দিব না এই নরকের মাঝে।

বভ্রু। এই পিতা—এই পিতৃস্নেহ—এরি তরে মানব ভিক্ষুক!
কেমনে কহিল মাতা—
পিতার চরণতল মানবের পূত স্বর্গধাম!
না—না—আমি যাব না এখান হ'তে।
মাতার আদেশ—
যত কিছু অবিচার—যত অত্যাচার হোক আমার উপরে,
তবুও পূজিব আমি পিতার চরণ।
পিতা—পিতা—পূজিতে চরণ তব সুযোগ পাইনি কভু,
একবার—শুধু একবার—
জীবনের সাধ মোর পুরাইতে দাও। (পদধারণ)
কর—কর তুমি পদাঘাত
তবু আমি ছাড়িব না চরণ তোমার।

অর্জ্জুন। ছাড়্—ছাড়্—ছেড়ে দে চরণ।
কুলটার পুত্র—জারজ— (পদাঘাত)

বভ্রু। মা—মাগো—

ইরা। জারজ—জারজ!
রে অর্জ্জুন—কারে তুমি কহিছ জারজ!
কুন্তীর নন্দন কহে জারজ অপরে!
বভ্রু—বভ্রু, মাতৃনিন্দাকারী বর্ব্বরের পদতলে
এখনো রয়েছো পড়ি?
ওঠ—মুছে ফেল নয়নের জল—
অগ্নিবৃষ্টি করি ওই নয়ন হইতে
ভস্ম কর—ধ্বংস কর এই নরাধামে।

বভ্রু। সত্য—সত্য ইরা—কেবা পিতা—
পিতৃভক্তি দেখাব কাহারে!
দেবীরূপা জননীরে যে কহে কুলটা—
হলেও সে নিজে ভগবান—
আমার নিকট কভু ক্ষমা নাহি তার।
শোন—শোন তুমি ভুবনবিজয়ী বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর—
জননীরে কলঙ্কিনী কহিয়াছে যেই জিহ্বা তব—
কালি রণে সেই জিহ্বা নখাগ্রে উপাড়ি
পদতলে নিষ্পেষিত করিব নিশ্চয়।
নাহি যদি পারি—বুঝিব জারজ আমি,
সতী নহে চিত্রাঙ্গদা জননী আমার।

[বভ্রুবাহন ও ইরা প্রস্থান করিল

(অর্জ্জুনের উন্মত্তের মত পদচারণ করিতে লাগিল। একবার আসনে উপবেশন করিল—তার পর বভ্রুবাহন যেদিকে গিয়াছে সেই দিকে প্রস্থানোদ্যত হইল—এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিল)

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন—

অর্জ্জুন। নারায়ণ—নারায়ণ—বর্ণে বর্ণে পালিয়াছি আদেশ তোমার।
কহিয়াছি তারে কুলটা জননী তার—
নিজে সে জারজ।
পিতা বলি যেই মোর ধরেছে চরণ—
পদাঘাত করিয়াছি তারে।
নয়নের জলে ধোয়াইয়া চরণ আমার
কাঁদিতে কাঁদিতে বালক ফিরিয়া গেছে।
বল—বল জনার্দ্দন—বল এইবার—
আরো কিছু করিবার বাকী থাকে যদি।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ক্ষুব্ধ হ'তেছ অর্জ্জুন?
বীরোচিত—ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছ।

অর্জ্জুন। ক্ষত্রোচিত!
সতী রমণীর অপমান—
মাতার কলঙ্ক কথা সন্তানেরে কহা—
হয় যদি ক্ষত্রিয়ের রীতি,
এই দণ্ডে ক্ষাত্রধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন—
চণ্ডালত্ব করিনু গ্রহণ। (মুক্তার হার ছিঁড়িয়া ফেলিল)

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন উন্মাদ হয়েছ তুমি?
কোথা যাও শিবির ছাড়িয়া?

অর্জ্জুন। নারায়ণ—নারায়ণ—
বালকের অশ্রুসিক্ত মুখখানি পড়িতেছে মনে,
উদ্দাম তরঙ্গক্ষিপ্ত শুভ্র ফেন-কিরীটির সম
নয়নের ধারা তার আসিছে মথিতে মোরে;
হলেও জারজ—একবার—শুধু একবার
বক্ষে তুলে লইব তাহারে।
ছেড়ে দাও—ধরি পায় ছেড়ে দাও মোরে।

———

চতুর্থ অঙ্ক

মণিপুর রাজপ্রাসাদ-অলিন্দ

উৎসবরতা সখীগণ

গীত

আজি গগনে স্বপন বুলায়ে
এলো কে এলো কে !
মনেরে কি মোহে ভুলায়ে পলকে।
শত জনমের তিয়াসা,
কোথা হ'তে পেল আশা—
সঞ্চিত বেদনায় ত্বলায়ে ঝলকে।
আকাশে বাতাসে বাজে কার,
পরিচিত পদধ্বনি অনিবার,
এতকাল যে ছিল ছিন্ন,
বুঝি সে হ'ল অবতীর্ণ,
দগ্ধ হিয়ায় ধীরে এলায়ে অলকে।

[সখীগণের প্রস্থান

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। অই দিন শেষ হ'য়ে আসে।
লজ্জানম্র আরক্ত বদনে—
অস্তাচলে পশিছেন দেব দিনকর।
এম্নি এক গোধূলি-সন্ধ্যায়
মনের গোপন দ্বারে দেবতা আমার—
আচম্বিতে দিয়াছিলে মৃত্ব করাঘাত।

কত দিন—কত বর্ষ—কত যুগ-যুগান্তর গিয়াছে কাটিয়া
সন্ধ্যার আঁধার মাঝে তবু প্রতিদিন
শুনি যেন তোমার পায়ের ধ্বনি—
অতি মৃদু—ভাষাহীন— তবু কত অর্থভরা।
ওগো নিঠুর দেবতা—
তোমার নির্ম্মম কণ্ঠে বলে দিয়ে যাও—
এতদিন ধরি সবি স্বপ্ন দেখিয়াছি—
সবি স্বপ্ন মোর।

(বাসন্তিকার প্রবেশ)

বাসন্তিকা। মা—মা বভ্রু এসেছে ফিরিয়া,
এইমাত্র দেখিলাম রথ হতে নামিতে তাহারে।

চিত্রা। আর কে কে সঙ্গে আছে তার?

বাসন্তিকা। বহু লোক সাথে আছে।
আমি শুধু দেখি তারে এসেছি চলিয়া।

চিত্রা। বাসন্তিকা—লক্ষ্মী মা আমার—
পুরনারীগণে কহ দিতে উলুধ্বনি,
করিবারে ঘন ঘন শুভ শঙ্খনাদ। [বাসন্তিকার প্রস্থান
সুনিশ্চয় ধনঞ্জয় এসেছেন সাথে।
হে প্রিয় আমার—হে মোর দেবতা—
এতদিন পরে তুমি এসেছ ফিরিয়া!
এতদিনে পূজা মোর করিলে সার্থক!
ওগো প্রিয়—ওগো প্রিয়তম—
দূর হতে লও দেব প্রণাম আমার।

(অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিল—সেই মুহূর্ত্তে বভ্রুবাহন দ্রুত প্রবেশ করিয়া তাঁহার কোলে আছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে ইরা)

বভ্রু। মা—মা গো—

চিত্রা। ওরে মোর অভিমানী অশান্ত সন্তান—
কি হয়েছে বাছা ?

বভ্রু। মাতা—সত্য কহ—আমি কি জারজ ?

চিত্রা। বভ্রু—জানিস কি তুই—
কিবা অর্থ ও ঘৃণ্য বাক্যের ?

বভ্রু। জানি মাতা—সব জানি আমি।
পুত্র হ'য়ে জন্মদাত্রী দেবী জননীরে
ও কথা জিজ্ঞাসা করা পাপ—মহাপাপ ;
কিন্তু মাতা—অন্তরের মাঝে
জ্বলিতেছে দাউ দাউ নরকাগ্নি শিখা—
পাপপূণ্য সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

চিত্রা। বভ্রু—বভ্রু—উন্মাদ কি হ'য়েছিস তুই ?

বভ্রু। মাগো, সেও ভাল ছিল মোর !
নাহি জানি কোন্‌ পাপে জ্ঞানবুদ্ধি হয় নাই লোপ !
মাতা—মাতা—মুখপানে চাও একবার,
দেখ দেখি—সত্য প্রকৃতিস্থ আমি, কিম্বা হ'য়েছি উন্মাদ !
সত্য আমি মণিপুরে মাতা সনে কহিতেছি কথা—
কিম্বা প্রেতলোক হ'তে প্রেতের আকার ধরি,
প্রেতের কল্পনা লয়ে এসেছি ফিরিয়া।

চিত্রা। ওরে কেন তুই হয়েছিস এতই চঞ্চল—
কেবা তোরে কি বলেছে বল ?

বভ্রু। মাগো—জেনে শুনে অপমান হ'তে
কেন তুমি পাঠাইলে পাণ্ডব-শিবিরে ?
সন্তান বলিয়া এতটুকু দয়া হ'ল না তোমার ?

চিত্রা। পাণ্ডব শিবিরে—পার্থের সম্মুখে—

কার হেন স্পর্দ্ধা হ'ল—লাঞ্ছনা করিতে তোরে ?
স্বেচ্ছায় মৃত্যুরে কেবা করিল আহ্বান ?

ইরা। নিজে ধনঞ্জয় করেছে লাঞ্ছনা।
কি সে অপমান—
মাতা তুমি, উচ্চারিতে নাহি পারি সম্মুখে তোমা !

চিত্রা। সত্য—সত্য নিজে ধনঞ্জয় করেছে লাঞ্ছনা ?

বভ্রু। শুধু যদি করিত সে আমায় লাঞ্ছনা,
কোন ক্ষোভ ছিল না আমার ;
তোমারেও অপমান করিয়াছে মাতা।

চিত্রা। ওরে ও অবোধ—
তাঁর কাছে মান অপমান কিছু নাহি মোর।
তাঁরি মানে মোর মান,
তাঁরি অপমানে অপমান মোর।
যদি তিনি ক'রে থাকে মোর অপমান—
তবে তিনি অপমান ক'রেছে নিজেরে।
কি ক'য়েছে তৃতীয় পাণ্ডব ?

বভ্রু। তোমার আদেশে অশ্ব নিয়ে গেনু আমি অর্জ্জুনের পাশে।
চরণে করিয়া নতি কহিলাম তারে,
না জানিয়া অশ্ব ধরিয়াছি,
তার পর কহিনু তাহারে মোর জন্মকথা।
পিতা বলি যেই আমি ধরিনু চরণ,
পদাঘাত করিল আমারে।

চিত্রা। সে কি—ধনঞ্জয় পদাঘাত করিয়াছে তোরে !

বভ্রু। মাগো, বার বার পদাঘাত করিল আমারে।
ক্রোধে সর্ব্ব অঙ্গ মোর উঠিল জ্বলিয়া

কিন্তু নয়নের পথে মোর উঠিল ভাসিয়া
চিরম্লান মুখখানি তব—
এক দণ্ডে সব ক্রোধ জল হয়ে গেল।
তুচ্ছ পদাঘাত, তার তরে কোন ক্ষোভ নাই ;
কিন্তু মাগো আশীবিষ সম তীব্রভাষে
কহিল জারজ মোরে,
তোমারে মা কহিল কুলটা।

চিত্রা। ভগবান্—ভগবান্
এখনো কি পরীক্ষার বাকী আছে প্রভু!
এখনো কি চাহ দেখিবারে—
কত সয় নারীর পরাণে!

বভ্রু। কাঁদিও না জননী আমার।
অপমান তব শেলসম বিঁধিয়াছে অন্তরে আমার—
এর প্রতিশোধ আমি নিজে লইব জননী।

চিত্রা। কার পরে প্রতিশোধ চাস লইবারে।
সে যে তোর পিতা—
তার চেয়ে মহান্ দেবতা এ জগতে কেহ নাহি তোর।

ইরা। দেবতা—দেবতা!
যে দেবতা কহিল মা তোমারে কুলটা,
হোক্ সে দেবতা কিম্বা নিজে ভগবান,
তারে মোরা পারিব না ক্ষমিতে কখনো।

চিত্রা। মুখের কথায় কিবা আসে যায় ;
পার্থ কহিয়াছে আমারে কুলটা
তাহে কিবা ক্ষতি মোর!
সতী কিম্বা নহি সতী আমি
অন্তর্যামী ভগবান জানে।

ভুবনবিজয়ী পার্থ ক্ষমতার উচ্চাসনে বসি
ভুলে গেছে অতীতের কথা।
তার দম্ভ—তার গর্ব্ব—তার আভিজাত্য অভিমান লয়ে,
থাকুক সে আপন আলয়ে ;
মাতা পুত্র মোরা দুইজন,
শান্তির সস্নেহ ছায়ে
ক্ষুদ্র এই সংসারের মাঝে ছিলাম যেমন—
হিংসাহীন, দ্বেষহীন, পরিপূর্ণতার সুখে,—
তেমনি থাকিব মোরা।
যত কিছু অপরাধ করুক না কেন,
তবু পার্থ তোর পিতা—সাক্ষাৎ দেবতা তোর !

ইরা। কারে তুমি বার বার কহিছ দেবতা ?
দেবতা দেখিব বলি গিয়াছিনু পাণ্ডব-শিবিরে,
কিন্তু সেথা দেবতার পরিবর্ত্তে দানবে দেখিয়া এনু।

বভ্রু। শোন মাতা—কালি প্রাতে
দানব-নিধন-যজ্ঞ হইবে আরম্ভ ;
পার্থ হবে সেই যজ্ঞে প্রথম আহুতি।

চিত্রা। চির শান্ত ধীর স্থির সন্তান আমার—
প্রতিশোধ কভু মেলে কি হিংসায় ?
এ নিশ্চয় কোন দৈব অভিশাপ—
নহে কেন জ্ঞানবুদ্ধি হারাইল তৃতীয় পাণ্ডব।
শোন পুত্র রাখ মোর কথা—
বৃথা রণে নাহি কোন ফল।

ইরা। বৃথা রণ ! কি কহিছ মাতা ?
মণিপুরে আসি তোমারে মা কহিয়া কুলটা,

বিনা শাস্তি ফিরে যাবে সেই নরাধম—
এও কি সম্ভব কভু !
ত্রিভুবনে অযশ রটিবে ;
লোকে কবে বীরহীন মণিপুর—
তাই মণিপুর রমণীর সতীত্ব লইয়া
ব্যঙ্গ করে স্পর্দ্ধিত কুক্কুর।

বভ্রু। মাতা—কোন মতে পারিবে না বুঝাইতে মোরে।
কালি প্রাতে পার্থসনে যুদ্ধ সুনিশ্চয়।

চিত্রা। শোন বভ্রু—
যুদ্ধে যেতে পারিবে না তুমি ;
আজ্ঞা মোর অবশ্য পালিতে হবে।
আদেশ আমার যদি না কর পালন—
বুঝিব নিশ্চয় পুত্রহীনা আমি,
এতদিন স্তনদুগ্ধে পালিয়াছি কালভুজঙ্গম।

বভ্রু। মাতা—তব নামে করেছি শপথ
পণ ভঙ্গ কভু না করিব।
কালি প্রাতে আমি কিম্বা পার্থ
দুজনার একজন ধরা হতে লইবে বিদায়।
পুত্র কিম্বা স্বামী কারে চাহ তুমি ?
চাহ যদি আমার মঙ্গল—
হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমারে পাঠাও সমরে,
তুচ্ছ পার্থ কি করিবে মোর—
নিজে যম ডরে যাবে পলাইয়া।
আর যদি, স্বামীর মরণভয়ে আশীর্ব্বাদে হও মা কাতর—
কালি প্রাতে পুত্রের মরণ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রহিল জননী।

[বভ্রুবাহনের দ্রুত প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রু—বভ্রু— [চিত্রাঙ্গদা ও ইরার প্রস্থান

(শ্রীকৃষ্ণ ও চিত্ররথের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বহুদিন হ'তে জানি আমি
পার্থ অতি নীচ—অতি কুটীল হৃদয়।
সে কারণে বভ্রুবাহে করেছিনু মানা
অশ্ব লয়ে যাইতে সেখানে।
অশ্ব ফিরাইয়া দিতে,
যদি ছিল তোমাদের এতই আগ্রহ—
কেন অন্য কোন সৈনিকের সনে
অশ্ব নাহি দিলে ফিরাইয়া ?

চিত্ররথ। হে ব্রাহ্মণ—আগে আমি পারিনি বুঝিতে ;
মহাভ্রম করিয়াছি এ বৃদ্ধ বয়সে।

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের রীতিনীতি শোন নাই তুমি ?
অতি তুচ্ছ ভূখণ্ডের লাগি—
আত্মীয়স্বজন ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুদেব
নিজ পিতামহ—মনেও পড়ে না মোর—
আরো আরো কতজনে বধিল সমরে।
হায়রে জগৎ—হায় রাজসিংহাসন—
তুচ্ছ রাজত্বের মোহ এতই প্রবল –
আত্মপর সব হয় একাকার !
আচ্ছা—সত্যই কি ধনঞ্জয় কয়েছে কুলটা চিত্রাঙ্গদা মায়ে ?

চিত্ররথ। হ্যাঁ—ধনঞ্জয় নিজে কহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন তুমি নিজে যাও নাই পাণ্ডব-শিবিরে ?
নিজ কানে যদি শুনিতে একথা,
যোগ্যদণ্ড নাহি দিয়া সেই নরাধমে—
হাসিমুখে পারিতে কি চলিয়া আসিতে ?

চিত্ররথ। বৃথা লজ্জা দিও না ব্রাহ্মণ।
পরের শিবিরে কি করিতে পারিতাম আমি ?
শ্রীকৃষ্ণ। পরের শিবির! কি হয়েছে তাতে ?
তুমি যদি কহ কুলটা আমার কন্যা—
তোমার প্রাসাদ বলি—প্রাণের মমতা করি,
তোমারে না দিয়া দণ্ড হাসিমুখে যাইব চলিয়া ?
বুঝিয়াছি—চিত্রাঙ্গদা নহে তো নন্দিনী তব—
জ্যেষ্ঠের তনয়া সে যে,
তাই কোন ব্যথা বাজে নাই অন্তরে তোমার।
চিত্ররথ। হে ব্রাহ্মণ—নাহি জান কত স্নেহ করি তারে,
তাই হেন অভিযোগ করিলে আমারে।
পুত্রকন্যা কেহ নাহি মোর—
অন্তরের পুঞ্জীভূত সবটুকু স্নেহ
তারি শিরে এতদিন ঢালিয়াছি আমি,
শুধু তারি তরে এ রাজ্যের গুরুভার বহিতেছি শিরে।
জানিও নিশ্চিত—তার অপমানকারী
কালি প্রাতে রণস্থলে যোগ্য দণ্ড পাবে।
শ্রীকৃষ্ণ। তব যোগ্য কথা কহিয়াছ গন্ধর্ব্বপ্রধান।
কালি রণে যে ভাবেতে হোক—
পার্থে বধ করিতে হইবে।
কিন্তু বৃদ্ধ তুমি পারিবে কি যুঝিতে গাণ্ডিবী সনে ?
মণিপুরে বভ্রুবাহ ছাড়া
অন্য কেহ নহে সমকক্ষ তার!
কিন্তু বভ্রুবাহ করিবে কি রণ পার্থের সহিত ?
চিত্ররথ। সিংহশিশু বভ্রুবাহ জানিও ব্রাহ্মণ।

তার জননীর নামে ক'রেছে শপথ,
পার্থে-বধ করিবে সে কালিকার রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। চিত্রাঙ্গদা নারী—কোমল হৃদয়া,
স্বামীসহ রণে পুত্রে কভু নাহি দিবে অনুমতি।
চিত্রাঙ্গদা যেন কোনমতে বভ্রুবাহে ভেটিতে না পারে ;
কালি সকাল পর্যন্ত সাথে সাথে রাখিও বভ্রুরে।

চিত্ররথ। সত্য কহিয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—এক কথা—অর্জ্জুনেরে ভাল জানি আমি।
বিপদ আসন্ন দেখি—
কোন ছলে রাজপুরে হয়তো আসিতে পারে।
আজ রাত্রে প্রাসাদ দুয়ারে থেকো তুমি খুব সাবধানে।
কোন মতে চিত্রাঙ্গদা কিম্বা বভ্রুবাহ সনে
সাক্ষাতের যেন না পায় সুযোগ।
ওই আসে চিত্রাঙ্গদা—চলিলাম আমি। [শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চত্রাঙ্গদা। হে পিতৃব্য—পাণ্ডবের সনে চাহ নাকি করিতে সমর ?
মণিপুর হবে পাণ্ডববিরোধী—এও কি সম্ভব !

চিত্ররথ। কেন মাতা নহেক সম্ভব ?

চিত্রাঙ্গদা। জ্ঞানবৃদ্ধ তুমি দেব গন্ধর্ব্ব-গৌরব—
তুমি কি বোঝ না কেন নহেক সম্ভব !

চিত্ররথ। না।

চিত্রাঙ্গদা। সব কথা শুনিয়াছি বভ্রুর নিকট
কিন্তু তবু পুত্র হ'য়ে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র করিবে ধারণ ?
কত চেষ্টা করিলাম বুঝাইতে তারে,
কোন মতে বুঝিলনা অবোধ সন্তান।
তুমি বুঝাইয়া কহ তারে ছেড়ে দিতে রণ অভিলাষ।

চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—অনিবার্য্য এই যুদ্ধ আজি।
গন্ধর্ব্বের চিরোন্নত শিরে—
করিয়াছে পদাঘাত গর্ব্বিত ফাল্গুনী।
উপযুক্ত প্রতিশোধ লইব তাহার।

চিত্রাঙ্গদা। হে পিতৃব্য!
কহিয়াছে ধনঞ্জয় কুলটা আমারে—
অপমান করেছে আমার—সেই হেতু রণ?
মান অপমান সব সেই দিন শেষ হয়ে গেছে,
ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যেদিন—
আপনারে সঁপিয়াছি চরণে তাঁহার।
তুমি জান দেব—স্বামীপদ একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান মোর,
তবু স্বামী কহিল কুলটা মোরে।
বেঁচে থাকা এত বিড়ম্বনা—আগে আমি পারিনি বুঝিতে;
সতীর কুলটা নাম—কত বড় অভিশাপ
একমাত্র জানে সেই সতী।
তবু ধনঞ্জয়—চিরারাধ্য চিরপূজ্য দেবতা আমার।
হে পিতৃব্য—তুমি মোর পিতার অধিক;
ব্যথার উপর ব্যথা দিওনা আমারে।

চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা সব জানি—সব বুঝিতেছি;
কিন্তু নারীর সম্মান যেথা নহেক অটুট,
সে দেশের পুরুষেরে লোকে নাহি কহিবে পুরুষ—
ক্লীব বলি ডাকিবে সকলে।

চিত্রা। আমি ছাড়া অন্য কোন রমণীর অপমান পার্থ করে নাই।
আমি যদি হাসিমুখে সহ্য করি তাহা,
তুমি দেব পার নাকি ক্ষমিতে তাঁহারে?

চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—তব স্বামী স্নেহপাত্র নহে কি আমার ?
আমি নিজে পারি ক্ষমা করিতে তাহারে,
কিন্তু রাজ প্রতিনিধি আমি—
সমস্ত গন্ধর্ব্ব জাতি
তাহাদের মান অপমান যশ অপযশ,
সমর্পণ করিয়া আমারে রয়েছে নিশ্চিন্ত ;
প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কোন কাজ করিতে পারি না আমি।
প্রজার জননী তুমি—দেবী তুমি তাহাদের চোখে,
যদি তব অপমান অকাতরে সহি,
প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হয়ে চাহিবে উত্তর।
বল—কি উত্তর দিব তাহাদের ?
চিত্রা। আমি বুঝাইয়া কহিব তাদের।
চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—হয় না—হয় না তাহা।
চিত্রা। তবে কি বলিতে চাহ,
স্বামী কিম্বা পুত্রহারা হব কালি রণে ?
চিত্ররথ। কি করিবে—সকলি অদৃষ্ট।
ছিঃ ছিঃ চিত্রাঙ্গদা—এত কাতরতা সাজে না তোমার !
চিত্রা। কাতরতা ! মহাকালী-অংশোদ্ভূতা আমি মহানারী ;
হলে প্রয়োজন ধরিয়া খর্পর করে—
তাথৈ তাথৈ থই তাণ্ডব নর্ত্তনে
পৃথিবীতে মহাত্রাস জাগাইতে পারি,
অঞ্জলি ভরিয়া নররক্ত পারি পান করিবারে।
কিন্তু তবু, পিতা পুত্রে রণ হইতে দিব না কভু।
চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—জাতির কল্যাণে—

গন্ধর্ব্বের মহামান রাখিতে অটুট—
অর্জ্জুনের তপ্ত রক্ত আজি প্রয়োজন।
মমতা-বন্ধন মায়া কিছু নাহি মোর,
স্নেহের দৌর্ব্বল্যে কভু করিব না ক্ষমা।
নারী হয়ে রাজকার্য্যে নাহি সাধ বাদ।

চিত্রা। রাজকার্য্য!
রাজকার্য্য বুঝি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রে উত্তেজিত করা?
যাক্—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,
মিনতি করিয়া কত কহিনু তোমারে,
তবু যদি নাহি রাখ মোর অনুরোধ,
আমি নিজে রাজ্যমাঝে করিব ঘোষণা—
পাণ্ডব বিপক্ষে যেন কেহ অস্ত্র নাহি ধরে।
যে করিবে আদেশ লঙ্ঘন—
আমি নিজে বধ করিব তাহারে;
বুঝাইব জনে জনে—চিত্রাঙ্গদা নহে তুচ্ছ নারী।

চিত্ররথ। সাবধান চিত্রাঙ্গদা—
জানি—কাহার সম্মুখে কহ হেন প্রলাপ বচন?

চিত্রা। জানি—রাজ্যের রক্ষক তুমি—পিতৃব্য আমার।
কিন্তু তুমিও কি ভুলে গেছ—রাজার জননী আমি।

চিত্ররথ। চিত্রাঙ্গদা—

চিত্রা। পিতৃব্য—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। চিত্ররথ—বৃথা রণসজ্জা—বৃথা আয়োজন।
এত যত্ন—এত চেষ্টা সব পণ্ডশ্রম।

চিত্ররথ। কেন হে ব্রাহ্মণ—কি হ'য়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ। এইমাত্র আসিতেছি পাণ্ডব শিবির হতে।
ভীম 'পরে যুদ্ধ ভার করিয়া অর্পণ—
অর্জ্জুন পলায়ে গেছে হস্তিনা নগরে।
চিত্রা। সত্য—সত্য হে ব্রাহ্মণ?
শ্রীকৃষ্ণ। মাতা—মিথ্যাকথা ব্রাহ্মণ কহে না কভু।
চিত্রা। ভগবান্—ভগবান্—
তুমি আছ—তুমি আছ—তুমি সত্য—

[চিত্রাঙ্গদা উর্দ্ধে চাহিয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণ ইসারায় চিত্ররথকে বুঝাইল যে মিথ্যাকথা কহিয়াছে। উভয়ে প্রস্থান করিল]

(ইরার হাত ধরিয়া বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। ওরে—মাতৃপদধূলি অক্ষয় কবচ যার—
দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত মাতার শুভেচ্ছা
ঘিরিয়া রয়েছে যারে—
চক্রধারী নারায়ণ কি করিবে তার!
জননীর অপমান—
তারি প্রতিশোধ নিতে চলিয়াছি আমি,
ত্রিভুবন হলেও বিরোধী
অর্জ্জুনের রক্তে লব তার প্রতিশোধ।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। রাজা!
রাজ্যের সামন্তগণ মাগিতেছে রাজ দরশন।
বভ্রু। এত রাত্রে কিবা প্রয়োজন?
সেনাপতি। বলেছিনু বুঝাইয়া,
কালি প্রাতে ভেটিতে তোমারে;
কিন্তু দেখিলাম তারা বড়ই চঞ্চল।

বভ্রু। কারণ জান কি তুমি ?

সেনাপতি। অনুমানি—
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধে নাহি মত তাহাদের।
আসিয়াছে অনুরোধ করিতে তোমারে
ছেড়ে দিতে এই রণ অভিলাষ।

বভ্রু। সেনাপতি, তোমার কি মত ?

সেনাপতি। রাজা! পিতৃপিতামহ মোর—
এতদিন ধরি মণিপুর রাজার আদেশ,
নির্ব্বিচারে করেছে পালন—
ভাল মন্দ না করি বিচার।
তাহাদের বংশধর আমি—যোদ্ধা আমি,
আপনার মত বলি কিছু নাহি মোর।
স্থির জেনো—আদেশ পালনে তব,
কভু আমি হবো না বিমুখ।

বভ্রু। যাও—নিয়ে এস, এসেছে যাহারা।

(সেনাপতি সামন্তগণকে লইয়া আসিল)

বজ্রধর। এ কি কথা শুনি মহারাজ!
পাণ্ডবের সনে নাকি—করিয়াছ যুদ্ধের ঘোষণা ?

বভ্রু। হ্যাঁ।

বজ্রধর। কিবা ফল আহ্বানিয়া নিশ্চিত মৃত্যুরে।
আমাদের সবাকার মিনতি চরণে—
ধনঞ্জয়ে যজ্ঞঅশ্ব দাও ফিরাইয়া।

বভ্রু। অশ্ব নিয়ে গিয়াছিনু পাণ্ডব-শিবিরে ;
কিন্তু সেথা হ'তে আসিয়াছি ফিরে
পদাহত কুক্কুরের সম।
জান কি কারণ তার ?

বজ্রধর। না।

বভ্রু। তোমাদেরি দেবীরূপা জননীরে,
করিয়াছে অপমান তৃতীয় পাণ্ডব ;
কহিয়াছে কুলটা তাহারে।
এর পরে চাহ কি আমারে
ভিখারীর মত দন্তে তৃণ ধরি
যাইবারে পাণ্ডব-শিবিরে ?

সমন্তক। শক্তিমান দুর্ব্বলেরে করে অপমান,
আর দুর্ব্বলেরা চিরদিন সহ্য করে তাহা।
ভেবে দেখ—পাণ্ডবেরা মহা শক্তিমান,
আর—শান্তিপ্রার্থী মণিপুরবাসী দুর্ব্বল সকলে।

ইরা। জ্ঞানবৃদ্ধ গন্ধর্ব্ব-প্রধান!
কে বলেছে দুর্ব্বল তোমরা—
কে বলেছে হীনবীর্য্য মণিপুরবাসী!
আপনারে দুর্ব্বল ভাবিয়া
নিজেদের অপমান করিছ নিজেরা!

সমন্তক। কিন্তু মাতা—
ধনঞ্জয় মহাবীর—মহা ধনুর্দ্ধর,
আর নিজে নারায়ণ সহায় তাহার.

ইরা। ধনঞ্জয় নহে কি মানুষ ?
জন্মেছে কি সব্যসাচী অমর হইয়া ?
মণিপুরে আসি, মণিপুর রমণীর করে অপমান—
হেন স্পর্দ্ধা তার!

বজ্রধর। সবি বুঝি।
কিন্তু বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনবিপক্ষে,
অস্ত্র ধরিবার—কাহারও নাহিক সাহস।

বভ্রু। এত যদি ভয় সবাকার—
তোমাদের কাহারেও নাহি প্রয়োজন ;
কালি প্রাতে একা আমি ভেটিব পাণ্ডবে।
ভেবেছ কি মনে,
হীনবীর্য্য তোমাদের করিয়া ভরসা—
পাণ্ডবেরে করিয়াছি রণে আবাহন !
ঘৃণ্য শৃগালের সম লুকাইয়া মুখ।
অন্ধকারে থেকো সবে অন্তঃপুরমাঝে।
একটি মিনতি শুধু রাখিও আমার—
দেব দিনকর—যেন কালি হ'তে,
মণিপুরে নাহি দেখে পুরুষের মুখ।

সমন্তক। ক্ষমা কর রাজা—লজ্জা নাহি দেহ।
সব দ্বন্দ্ব—সব দ্বিধা দূর হ'য়ে গেছে ;
আমরাও কালি রণে ভেটিব পাণ্ডবে,
সুদূর হস্তিনা হ'তে আগত অর্জ্জুনে—
দিব বুঝাইয়া—
মণিপুর-পুরুষেরা নহে কাপুরুষ।

বভ্রু। তবে ছুটে এস মণিপুরবাসী যে আছে যেখানে !
রক্ত পতাকার তলে—দলে দলে হও সমবেত,
প্রলয় নির্ঘোষে কর সমর ঘোষণা,
হুঙ্কারিয়া কহ সবে জয়—জয় মণিপুর—
পাণ্ডবের দম্ভ দণ্ড পড়িবে খসিয়া।

[প্রাসাদ-শিখর হতে বভ্রু রক্তপতাকা লইয়া সঞ্চালন করিতে লাগিল। ঘোর শব্দে যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল। দলে দলে মণিপুরবাসী ছুটিয়া আসিয়া সেই পতাকার তলে সমবেত হইয়া "জয় মণিপুর" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল]

পঞ্চম অঙ্ক

রণস্থল

সাত্যকী ও বৃষকেতু

বৃষকেতু। হে সাত্যকী—
বুঝিতে পারি না কেন
জনার্দ্দন চলি গেল শিবির ছাড়িয়া !
সাত্যকী। ক্ষুদ্র মণিপুর—তার সনে রণ,
নাহি কিছু চিন্তা ভাবনার ;
তাই কেশব চলিয়া গেছে।
বিপদের সম্ভাবনা থাকিত যদ্যপি,
অর্জ্জুনে ত্যাজিয়া কভু যেত না চলিয়া।
বৃষকেতু। ক্ষুদ্র মণিপুর বলি উপেক্ষা করো না তুমি।
সাত্যকী। পাণ্ডবের বিজয় বাহিনী
দেশদেশান্তরে করিয়া ভ্রমন,
করি পরাজয় শত শত ক্ষত্র বীরগণে—
মণিপুরে আসি সামান্য বালকে হেরি,
সভয়ে কাঁপিবে,
হাস্যকর এর হ'তে কি আছে জগতে !
বৃষকেতু। সামান্য বালক বলি বভ্রুবাহে ভাবিও না কভু।
জনার নন্দন বীর প্রবীরেরে
সামান্য বালক বলি ভেবেছিল সবে।
কিন্তু যুদ্ধকালে হ'ল বিপরীত।
রমণীর মোহে জ্ঞানলুপ্ত করিয়া তাহার
কত কষ্টে বধিতে হইল তারে।
সাত্যকী। প্রবীরেরে ?

সতী-লক্ষ্মী জননীর আশীষ চুম্বন,
দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মত রেখেছিল ঘেরিয়া তাহারে।
তার সনে—বভ্রুবাহনের হয় না তুলনা।

বৃষকেতু। কেন?

সাত্যকী। শোন নাই তুমি?
কলঙ্কিনী চিত্রাঙ্গদা—নহে সাধ্বী সতী,
তার গর্ভে বভ্রুবাহ জারজ সন্তান।

বৃষকেতু। বিশ্বাস করি না আমি।

সাত্যকী। কহিয়াছে আপনি মাধব—তারে অবিশ্বাস!
কৃষ্ণ কভু মিথ্যা কহে?

বৃষকেতু। স্বকার্য্য উদ্ধারতরে—
বাড়াইতে ধর্ম্মের গৌরব—
মিথ্যা কথা মাধবের নহেক নূতন।

সাত্যকী। বৃষকেতু—ওই হের,
যুদ্ধতরে সুসজ্জিত পাণ্ডব-বাহিনী।
কেন নাহি হেরি ধনঞ্জয়ে!

বৃষকেতু। নাহি জানি;
কালি হ'তে অত্যন্ত বিমর্ষ তিনি।
শুনিলাম সারারাত্রি শিবিরের মাঝে,
চারিদিকে ঘুরেছেন উন্মত্তের মত।
বোধ হয়—
বভ্রুবাহে আপন সন্তান বলি ধারণা তাঁহার;
তাই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার।

সাত্যকী। কৃষ্ণ বাক্য অবিশ্বাস করিছে অর্জ্জুন!
বুঝিলাম—নহে শুভ যুদ্ধফল আজি।

বৃষকেতু। ওই দেখ—মণিপুর-সৈন্যগণ
হইতেছে অগ্রসর রণক্ষেত্রমুখে।
যাও তুমি বৃকোদরপাশে,
আমি দেখি কোথায় পিতৃব্য।

[বিপরীত দিকে উভয়ে প্রস্থান করিল

(ইরা ও বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

ইরা। কালি নিশাকালে মন্দিরের মাঝে
ধ্যানে যবে ছিনু নিমগন,
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এক,
দেখা দিয়া মোরে—
সযতনে দিল এই মন্ত্রপূত শর,
বলেছেন দেবী
গঙ্গামন্ত্র উচ্চারিয়া ত্যজিলে এ বাণ,
মহাকাল পিনাকীরে পার বিমুখিতে।
সাবধানে—সযতনে রাখ নিজ পাশে,
জেনো সুনিশ্চয়—মৃত্যুবান অর্জ্জুনের ইহা।

বভ্রু। ভক্তিভরে করিনু গ্রহণ।

ইরা। শোন বভ্রু—দেবী আরো বলেছেন কহিতে তোমারে—
অতি কূট—অতি ছলী সেই তৃতীয় পাণ্ডব।
পুত্র পুত্র বলি মায়াকান্না কত সে কাঁদিবে।
সাবধান—ভুলিও না যেন সেই মায়ামোহে তুমি।

বভ্রু। মাতার নয়ন-জল
পারে নাই টলাইতে প্রতিজ্ঞা আমার!
অর্জ্জুনের কিবা সাধ্য পণভঙ্গ করিবে আমার!

ইরা। মাতৃনাম করিয়া স্মরণ—

রণে বীর হও অগ্রসর।
পাণ্ডবের একটী সৈনিক যেন
ফিরে নাহি যেতে পারে মণিপুর হ'তে ;
কেহ যদি কোন মতে প্রাণ নিয়ে করে পলায়ন—
মাতার কলঙ্ক কথা দিকে দিকে হইবে প্রচার,
অপযশে ছেয়ে যাবে সমস্ত জগৎ !
ওই—ওই হের—বৃদ্ধ মাতামহ প্রাণপণে করিছে সমর !
মত্ত মাতঙ্গের সম,
গদাহস্তে ভীমসেন ধায় চারিদিক—
কেহ তারে নিবারিতে নারে ;
মণিপুর-সৈন্যমাঝে ওঠে হাহাকার।
যাও, যাও বীর—বিলম্ব ক'রো না আর,
ভীমসেনে করি পরাজিত
অর্জ্জুনের হও সম্মুখীন।
রক্তে তার ভিজাইয়া ধরণীর বুক—
শাস্তি দাও যে কহিল জারজ তোমারে,
যে কহিল কলঙ্কিনী জননী তোমার। [উভয়ের প্রস্থান

(ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ—
চারিদিকে হত্যা বিভীষিকা।
ভীমসেন হংসধ্বজ নীলধ্বজ আদি
প্রাণপণে করিছে সমর ;
আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দাঁড়াইয়া দূরে,
স্থির নেত্রে চেয়ে আছি আকাশের পানে।
সত্যই কি আমি ধনঞ্জয়—

গাণ্ডীব টঙ্কারে যার কাঁপিত ভুবন,
নাম শুনি শত্রুকুল উঠিত কাঁপিয়া !
এ কি হ'ল !
কেন এই অবসাদ !
দৃঢ় করে ধরিতে পারি না ধনু।
নারায়ণ—নারায়ণ—
চির-সখা চির-প্রভু পাতকী পার্থের—
কেন তুমি শক্তিহীন করিলে আমারে ?

(সাত্যকীর প্রবেশ)

সাত্যকী। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—
ওই দেখ ছত্রভঙ্গ সমস্ত বাহিনী ;
নায়কবিহীন অসহায় সৈন্যগণ,
প্রাণভয়ে করে পলায়ন ;
বৃকোদর প্রাণপণে নিবারিতে নারে।

অর্জ্জুন। শীঘ্র যাও হে সাত্যকী—রক্ষা কর ভীমে।

সাত্যকী। আমা হ'তে সেই কার্য্য হইলে সম্ভব,
রণ ত্যজি তব পাশে নাহি আসিতাম।

অর্জ্জুন। সাত্যকী—সাত্যকী—
অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন আমার।
বার বার চেষ্টা করিয়াছি—
দৃঢ় করে ধনু আর পারি না ধরিতে।

সাত্যকী। কালি হ'তে এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছি,
শুনিয়াছি—জানিয়াছি কারণ তাহার।
জগৎকারণ পতিতপাবন
শ্রীকৃষ্ণের দেববাক্যে কর অবিশ্বাস ?

সেথা হস্তিনানগরে রাজা যুধিষ্ঠির,
আকুল অন্তরে ব'সে আছে প্রতীক্ষায় তব,
মাধবের মহাসাধ—
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করি সমাপন,
পাণ্ডবের কীর্ত্তিস্তম্ভ
চিরোজ্জ্বল করিবে সে জগতের মাঝে ;
আর তুমি—শ্রেষ্ঠসখা শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীকৃষ্ণের,
নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছ সমর ত্যজিয়া ?

অর্জ্জুন। হে সাত্যকী—
বৃথা উত্তেজিত করিছ আমারে।
মনে কর অর্জ্জুন মরিয়া গেছে,
অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব করিয়া উদ্ধার,
পার যদি—
মহাযজ্ঞ কেশবের কর উদ্যাপন।

সাত্যকী। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন—
ওই হের ছিন্নভিন্ন পাণ্ডব বাহিনী ;
শৈথিল্যে তোমার—কি দারুণ পরাজয় পাণ্ডবের আজি।
বভ্রুবাহ-রণে কারো নাহিক নিস্তার,
ওই দেখ—বাণে বাণে ছেয়ে গেছে গগনমণ্ডল।

অর্জ্জুন। কি অদ্ভুত সমরকৌশল !
আপনি ভার্গব যেন আসিয়াছে রণে
ক্ষত্রকুল করিতে নিধন।
যুবনাশ্ব, অনুশাল্ব,
নীলধ্বজ, হংসধ্বজ, শাল্ব, বৃকোদর
মানি পরাভব পলাইছে সমর ত্যজিয়া।

মহাদম্ভী ক্ষত্রিয়ের দর্পচূর্ণকারী
কে তুমি বালক—কে তুমি বালক!
(অর্জ্জুন মহা আনন্দে করতালি দিতে লাগিল)

সাত্যকী। হেন রণ কভু দেখি নাই।

অর্জ্জুন। সাত্যকী—সাত্যকী—কোন বালকেরে,
হেন রণ করিবারে দেখেছো কখনো!

সাত্যকী। হ্যাঁ—দেখিয়াছি আরো একদিন,
অভিমন্যে যেই দিন সপ্তরথী বধে।
সিংহশিশু ফেরুপাল মাঝে
হাসিতে হাসিতে রণক্রীড়া কেমনে যে করে,
সেইদিন দেখিয়াছি আমি।

অর্জ্জুন। সাত্যকী—
অভিমন্যু আর বভ্রুবাহ মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি কারে মনে হয়?

সাত্যকী। অভিমন্যু,—অভিমন্যু, বভ্রুবাহ—বভ্রুবাহ।
তবে আজিকার রণ হেরি মোর মনে লয়
শ্রেষ্ঠতর বভ্রুবাহ।

অর্জ্জুন। বভ্রুবাহ—বভ্রুবাহ—
(অর্জ্জুন আনন্দে প্রায় নৃত্য করিতে লাগিল,
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)
বুঝিয়াছি জনার্দ্দন সব ছলনা তোমার;
নিজ সিদ্ধি হেতু
পিতা-পুত্রে চাহ তুমি বাধাইতে রণ?
সন্তানের হাতে পিতার মরণ হ'লে
বাড়ে যদি মহিমা তোমার—

কেন তুমি কহিলে না মোরে ?
বক্ষের শোণিত দিয়া
আমি নিজে বাড়াতাম তোমার গৌরব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সাত্যকী—
শীঘ্র যাও বৃকোদর পাশে ;
অবিলম্বে যাইতেছি আমি।

[সাত্যকীর প্রস্থান

হে অর্জ্জুন—এ কি তব হীন আচরণ ?

অর্জ্জুন। হীন আচরণ !

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ—হীন আচরণ !
তুমিই না সেনাপতি—অশ্বের রক্ষক !
ত্যজি রণ
কেন তুমি রহিয়াছ দূরে পলাইয়া ?

অর্জ্জুন। মনে আছে নারায়ণ,
তুমি নিজে বুঝাইয়া ক'য়েছিলে মোরে—
কুরুক্ষেত্র রণজয়ী পাণ্ডব বিপক্ষে
কোন রাজা করিবে না অঙ্গুলি হেলন,
অশ্বের রক্ষক হয়ে আমি শুধু রহিব সঙ্গেতে,
অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন হবে না কখনো ?
তাই আমি আসিয়াছি সাথে—নহে যুদ্ধতরে।
কিন্তু সেইদিন মহাভুল করেছিলে তুমি ;
বীরহীন নহে বসুন্ধরা,
কার্য্যকালে দেখিয়াছ—আরও দেখিবে।
সত্য ক্ষত্র যেবা, গর্ব্বোন্নত শির তার
করিবে না নত কভু পাণ্ডবের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই যদি হয়,
যুদ্ধ করি তাহাদের দাও বুঝাইয়া
শৌর্য্যে বীর্য্যে ধরামাঝে পাণ্ডব প্রধান।
অর্জ্জুন। যুদ্ধ—যুদ্ধ!
হে কেশব, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়ের রক্ত করি পান,
এখনো কি মিটে নাই শোণিতের তৃষা
পুষ্পোজ্জ্বলা চিরস্নিগ্ধা শ্যামা ধরণীর?
এখনো কি শকুনি গৃধিনী সব
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদিছে সঘনে?
সৃষ্টি করি মহারণ তাই নারায়ণ
জাগাইছ মহাত্রাস ধরণীর মাঝে?
শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন—করিও না ভুল,
কভু নহে ইচ্ছা মোর বৃথা রক্তপাত।
কিন্তু কেহ যদি করে অপরাধ
শাস্তি দিতে অবশ্য উচিত।
অর্জ্জুন। অপরাধ!
যদি অন্য কারো অশ্বমেধ যজ্ঞঅশ্ব
গর্ব্বিত লিখন বহি ললাটে তাহার
আমাদের রাজ্যমাঝে করয়ে ভ্রমণ,
কহ নারায়ণ, সত্য যদি ক্ষত্র মোরা
কিবা উচিত মোদের?
নহে কি উচিত—বাঁধি রাখি যজ্ঞঅশ্ব
বিপক্ষেরে বীরদর্পে সমরে আহ্বান?
নিরুত্তর কেন হে মাধব?
কিবা অপরাধ করিয়াছে বভ্রুবাহ,

যাহে হস্তিনার সিংহাসনতলে
করজোড়ে রহিবে দাঁড়ায়ে ?
রাখিতে অটুট মোর বংশের সম্মান—
আমি যদি অপরেরে আহ্বানি সমরে,
তবে অপরেও যদি হয়ে উপেক্ষিত
রণক্ষেত্রে আমাদের করয়ে আহ্বান,
কহ, কোন্ অপরাধে অপরাধী হইবে তাহারা ?

শ্রীকৃষ্ণ। কিবা হেতু এ যজ্ঞের,
সাম্রাজ্যের সংস্থাপনে কিবা শুভফল,
আর একদিন তাহা দিব বুঝাইয়া।
তুচ্ছ কার্য্যে কোন দিন নহি ব্যস্ত আমি ;
স্থির জেনো—এ যজ্ঞের আছে মহা প্রয়োজন।

অর্জ্জুন। তাই যদি হয় কর তবে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
কিন্তু যদুপতি ক্ষমা কর মোরে—
এই যুদ্ধে কভু আমি অস্ত্র না ধরিব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন—ক্ষত্রিয় গৌরব হ'য়ে
ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনে বিমুখ তুমি ?

অর্জ্জুন। ক্ষাত্রধর্ম্ম—ক্ষাত্রধর্ম্ম !
বলিতে চাহ কি কৃষ্ণ—ক্ষত্রিয়েরা নহেক মানুষ ?
চাহ কি বলিতে—মানবত্বে পদাঘাত ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—উত্তপ্ত হ'য়েছে আজি মস্তিষ্ক তোমার,
তাই বলিতেছ বহু প্রলাপ বচন।

অর্জ্জুন। মনে পড়ে নারায়ণ—
যেইদিন সংসপ্তক সনে কুরুক্ষেত্রে হ'ল মহারণ ?
সারাদিন পরে বধিয়া তাদের

স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া যবে ফেলিনু নিঃশ্বাস—
দেখিলাম দিন অবসান ;
পশ্চিম গগনপ্রান্ত
রক্তটীকা পরিয়াছে আপন লালাটে।
অকস্মাৎ নাহি জানি প্রাণ কেন হ'ল উচাটন ;
শিবিরের পানে তীরবেগে চালাইলে রথ,
মনে হ'ল গতিহীন তাহা।
সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে ছাইল ভুবন,
দূর হ'তে দেখিলাম নিস্তব্ধ শিবির—
প্রেতপুরীসম অন্ধকারে ঢাকিয়াছে আপনার মুখ।
মনে হ'ল অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে মিশিয়া
শিবিরের চারিপাশে ভাসিতেছে যেন।
দ্রুতগতি প্রবেশিয়া শিবির মাঝারে,
দেখিলাম পৌরজন সবে
নয়নের ধারে ভাসাইছে বুক,
ভুমিশয্যাপরে কাঁদিছে সুভদ্রা ;
চীৎকারি উঠিনু আমি—
'অভিমন্যু—কোথা অভিমন্যু মোর'—
কণ্ঠ শুনি আর্ত্তস্বরে কহিল সুভদ্রা
'নাই—ওগো নাই সে আমার।'

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও—স্থির হও সখা !

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ জননীরে
পুত্রহীনা করিয়াছি আমি।
পুত্রহারা হ'য়ে তাহারাও ঠিক সুভদ্রারি মত
করেছিল তীব্র আর্ত্তনাদ।

কী যে জ্বালা পুত্রশোকে আমি বুঝিয়াছি ;
জেনে শুনে সেই শেল
কারো বুকে নারায়ণ নারিব হানিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন—
এতদিন মোর সনে
বৃথা তুমি করিলে সখ্যতা।
এখনো কি বোঝ নাই তুমি—
এ সংসার মায়ার আগার।
মহাজ্ঞানী যেবা—
তার কাছে জন্মমৃত্যু উভয় সমান।

অর্জ্জুন। নারায়ণ—
কখনো কি উত্তরার মুখখানি দেখিয়াছ চাহি ?
কোন্ অপরাধ করেছিল অবোধ বালিকা—
যাহে অকালে বৈধব্যজ্বালা সহিতেছে আজি।
যখনই দেখি তার ম্লান মুখখানি,
মনে হয়—তুষানল জেলে রাখি বুকের মাঝারে।
নরঘাতী মহাপাপী আমি
আমারি পাপেতে আজি এই দশা তার।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন,
দিব্যবাণ বভ্রুবাহ করেছে সন্ধান,
বৃষকেতু প্রাণপণে নিবারিতে নারে।

অর্জ্জুন। (বিচলিত ভাবে) বৃষকেতু! বৃষকেতু!

শ্রীকৃষ্ণ। কি দেখিছ হতভাগ্য
বৃষকেতু নিহত সমরে।

অর্জ্জুন। হায় বৃষকেতু!

তোমারেও আজি পুত্র হারাইনু রণে।
একমাত্র বংশধর সে যে পাণ্ডবের
কহ নারায়ণ—তারে ছাড়ি
কেমনে যাইব আমি হস্তিনায় ফিরি।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যই তো—
যখনি শুনিবে লোকে
তুমি বিদ্যমানে বৃষকেতু হ'য়েছে নিহত,
অবিলম্বে বুঝিবে সকলে—
তারে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করো নাই তুমি
জানে সবে বাল্যকাল হ'তে
কর্ণ সনে বিরোধ তোমার।
লোকে কবে—যদিও মরেছে কর্ণ,
তবু তুমি ভোলো নাই বাল্যের বিদ্বেষ।
তাই অসহায় শিশুপুত্রে তার
স্বইচ্ছায় ছেড়ে দেছ মৃত্যুর কবলে।
কহিবে সকলে—
তুমি নিজে তার মৃত্যুর কারণ।

অর্জ্জুন। আমি!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ তুমি।
সব্যসাচি! এখনো সময় আছে—
ভেঙ্গে ফেল মোহের শৃঙ্খল।
ক্ষণিকের এই অবসাদ
মন হ'তে ঝেড়ে ফেলে দাও;
ক্ষুধিত শার্দ্দুলসম
উল্কাবেগে শত্রুবুকে পড় ঝাঁপাইয়া।

দণ্ড দাও—দাও দণ্ড—
যে বধেছে পুত্রাধিক পুত্রেরে তোমার।

অর্জ্জুন। নিয়তি লিখন কৃষ্ণ—তোমার কি দোষ?
যাও নারায়ণ সারথিরে কহ
রথ লয়ে আসিতে এখানে।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

অর্জ্জুন। দুর্ব্বার ঝঞ্ঝার মত নির্ম্মম নিয়তি—
ভেবেছ কি পদানত করিবে আমারে!
ভেবেছ কি রক্তআঁখি দেখিয়া তোমার—
দাসখৎ লিখে দেব তোমার চরণে!
না—না—আমি পার্থ—বিশ্বত্রাসী ধনঞ্জয় আমি,
দাসত্বের কলঙ্কতিলক
পরি নাই কভু আমি ললাটে আমার;
এতদিন মানি নাই তোরে—
আজো মানিব না।

বভ্রু। (নেপথ্যে) কোথা পার্থ—কোথা ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। ওরে—কে ডাকে আমারে;
ওরে অভি—ওরে পুত্র—ওরে দেবদূত—
আমার চোখের জল মুছাবার তরে,
মূর্ত্তি নিয়ে এলি কিরে
কঠিন ধরার পরে—
(কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন উন্মত্তের মত ছুটিল।
এমন সময় বভ্রুবাহ ও ইরার প্রবেশ)

বভ্রু। নমস্কার পদে তব তৃতীয় পাণ্ডব।

অর্জ্জুন। একি—তুমি—

বভ্রু। ভয় নাই বীর।
জারজের স্পর্শে কলুষিত করিব না
দেব অঙ্গ তব।
আসিয়াছি দিতে তোমা অতি দুঃসংবাদ।
পাণ্ডব-শিবিরে আর কোন বীর নাই,
যার সনে যুদ্ধ করি রণসাধ মিটাইতে পারি।
তাই দ্বৈরথ সমরে করিতেছি আহ্বান তোমারে

অর্জ্জুন। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ তোরি সনে!
ওরে রণসাধ মিটাবরে তোর,
কিন্তু তার পূর্ব্বে রে বালক,
রাখ, একটী মিনতি মোর—

বভ্রু। মিনতি!
ভুবনবিজয়ী বীর—সতীর নন্দন তুমি—
জারজেরে করিছ মিনতি!

অর্জ্জুন। ক্ষণতরে ভুলে যা রে সব অপরাধ,
ভুলে যা রে কহিয়াছি যত কটু বাণী;
ভুলে যা রে ঘৃণ্য পদাঘাত।
ভুলে গিয়ে সব
একবার কাছে আয়—আয় কাছে মোর,
একবার আয় তুই বুকের মাঝারে।

ইরা। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে
শত্রুরে দেখাতে বীর স্নেহের উচ্ছ্বাস।
জান নাকি সতীর নন্দন—
কুলটার সুতে আদরে ধরিলে বুকে
ধর্ম্মনষ্ট হইবে তোমার!

অর্জ্জুন। কে তুমি বালিকা বৃথা লজ্জা দিতেছ আমারে ?

ইরা। তোমার মতন দেব-অংশে নহে জনম আমার,
পরিচয় দিলে পারিবে না চিনিতে আমারে।
অসভ্য পার্ব্বত্য বালা—
সভ্যতার রঙ্গীন আলোক
এখনও পশে নাই অন্তরে আমার ;
ভাষা দিয়া অন্তরের কুটীলতা যত,
জানি নাকো ঢাকিবারে তোমাদের মত !
তাই শত্রু—শত্রু চিরদিন, মিত্র—চির মিত্র।
যাক্—বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন ;
শোন ধনঞ্জয়—স্বামী মোর মাগিতেছে দ্বৈরথ সমর—
সাধ্য হয় রণ-আশ মিটাও তাহার।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী জননী আমার—
তুমিও কি বুঝিবে না অন্তরের ব্যথা ?
ধরণী-সীমান্তগামী বিরাট সাম্রাজ্য
সত্য বটে করগত পাণ্ডবের আজি,
পাণ্ডবের কীর্ত্তি হেরি বিস্মিত জগৎ,
স্বর্গ হ'তে দেবতারা করে আশীর্ব্বাদ।
জানে সবে—বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের সম
আর কেহ নহে সুখী জগতের মাঝে,
কিন্তু একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান জানে
আমার মতন দুঃখী কেহ নাহি আর।
মমতার প্রতিচ্ছবি নারী যে রে তুই—
তুই মাগো হোস্‌নে কঠোর
সর্ব্বদগ্ধা নিয়তির মত।

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বোন্নত শির,
নত আজি তোদের নিকটে।
ক্ষমা—ওরে ক্ষমা কর মোরে।

বভ্রু। না—না—না—ক্ষমা নাই আমার নিকট।
নারীর লাঞ্ছনাকারী গর্ব্বিত ফাল্গুনী—
ভুলে গেছ জননীরে কয়েছ কুলটা?
মরণ নিকট তাই চাহিতেছ ক্ষমা!
আমি যে জারজ—আমি কভু ক্ষমা না করিব।
অস্ত্র ধর বীরবর—কিবা ফল বিলম্ব করিয়া।
তোমার আমার দুজনার—
একসঙ্গে বেঁচে থাকা হবে না কখনো;
আজি রণে একজন মরিবে নিশ্চয়।

অর্জ্জুন। যুদ্ধে কিবা পরিণাম ভাল জানি আমি,
তার তরে কোন ক্ষোভ—কোন ডর নাই।
আজন্মের পিপাসার্ত্ত অন্তর লইয়া
স্বরগেও শান্তি নাহি পাব।
জানি আমি কত বড় অপরাধ করিয়াছি তোদের নিকটে,
কিন্তু তবু মুহূর্ত্তের তরে ক্ষমা কর মোরে।

বভ্রু। কেন তুমি জননীরে কহিলে কুলটা?
কি দোষ সে করেছিল চরণে তোমার?
সত্য যদি অপরাধী জননী আমার—
কেন তুমি নিজে শাস্তি নাহি দিলে।
কেন তুমি হত্যা করিলে না?
পরিত্যক্তা অভাগিনী জননী আমার—
তোমার চরণ-ধ্যানে সন্ন্যাসিনী প্রায়—

তারে তুমি কলঙ্কিনী কহিলে কেমনে ?
না—না—শত্রু তুমি মোর—
অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও তুমি।

অর্জ্জুন। তাই হোক তবে।
হও অগ্রসর—
অস্ত্রশস্ত্রে হইয়া সজ্জিত—অবিলম্বে ভেটিব তোমারে।

বভ্রু। যথা আজ্ঞা বীরবর—প্রণাম চরণে—

[ইরা ও বভ্রুবাহনের প্রস্থান

অর্জ্জুন। ওরে উপেক্ষিত—ওরে নির্য্যাতিত সন্তান আমার—
আমি নিজে দিয়াছি লেপিয়া,
কলঙ্কের ঘন কালি চিরশুভ্র ললাটেতে তোর—
তোর পিতা বক্ষের শোণিতধারে
প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহার। [অর্জ্জুনের প্রস্থান

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ। কোথা বভ্রুবাহ!
চারিদিকে খুঁজিলাম—কোথাও না পাইনু সন্ধান।
তবে কি ঘটেছে কোন বিপদ তাহার ?
কোন্ মুখে ফিরে যাব প্রাসাদের মাঝে।
চিত্রাঙ্গদা শুধাবে যখন,
কোথা তার নয়নের নিধি কি কহিব তারে ?
হায় রাজধর্ম্ম—কি নিষ্ঠুর রাজার কর্ত্তব্য!

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। মাতামহ—চিনিতে কি পার এই শোণিত কাহার ?

চিত্র। কার রক্ত বভ্রু ?

বভ্রু। মোর শিরা-উপশিরা মাঝে

বহিতেছে যেই শোণিতের ধারা—
তারে তুমি পার না চিনিতে ?

চিত্র। তবে কি অর্জ্জুন—

বভ্রু। হ্যাঁ—পার্থে বধ করিয়াছি আমি—
বর্ণে বর্ণে পালিয়াছি আদেশ তোমার।

চিত্ররথ। ধন্য বভ্রুবাহ—ধন্য বীরত্ব তোমার।
মণিপুর মান তুমি রাখিলে অটুট ;
বাড়াইলে ধরণীতে ধর্ম্মের গৌরব।

বভ্রু। মাতামহ—মাতামহ—
মানবের তপ্তরক্ত পারে কি কহিতে কথা ?

চিত্ররথ। সে কি বভ্রু ?

বভ্রু। অর্জ্জুনের রক্তবিন্দু পাইয়াছে মানবের ভাষা।
ওই—ওই শোন উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে মোরে—
নির্দ্দয় সন্তান ফিরে আয়—
একবার ফিরে আয় পিতৃবক্ষে মোর।

চিত্ররথ। বভ্রু—বভ্রু—

বভ্রু। এ তো নহে পিতৃরক্ত—এ যে তপ্ত লৌহধারা—
মেদ-মজ্জা-মাংস মোর করিতেছে ভেদ।
অসহ্য যাতনা পারি না সহিতে আর।
ধর—ধর মাতামহ ওই শাণিত ছুরিকা,
পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত দুটী ছিন্ন ক'রে দাও—
পায়ে ধরি মাতামহ ছিন্ন ক'রে দাও।

চিত্ররথ। স্থির হও—স্থির হও ভাই।
তুমি যদি হও এমন অস্থির—
কেমনে বুঝাব জননীরে তব।

বভ্রু। জননী! জননী!
ললাট হইতে যার
অলক্ত সিন্দুররেখা নিজ হাতে দিয়াছি মুছায়ে ;
পিতৃরক্তে কলঙ্কিত হাত দুটী নিয়ে
কেমনে দাঁড়াব আমি মাতার সম্মুখে ?
না—না—না—এ জীবনে এই মুখ দেখাব না তাঁরে !

[বভ্রুবাহনের প্রস্থান

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। চিত্ররথ—চিনিতে পার কি মোরে ?
চিত্র। এ কি! ব্রাহ্মণ—তুমি!
এতক্ষণে চিনেছি তোমারে—তুমিই কেশব।

(পদধূলি লইতে গেল)

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর—কি কর—
বৃদ্ধ তুমি—পূজ্য তুমি মোর।
চিত্র। হে মাধব—অজ্ঞান অধম আমি।
যদি করে থাকি অপরাধ চরণে তোমার—
কেন নাহি শাস্তি দিলে প্রভু ?
এ হেন লজ্জার মাঝে কেন ফেলিলে আমারে ?
শ্রীকৃষ্ণ। বীরোচিত কার্য্য করিয়াছ,
লজ্জা কেন চিত্ররথ ?
চিত্র। রাজপুরে কেমনে যাইব ?
স্বামীহীনা চিত্রাঙ্গদা মায়ে
কি বলে সান্ত্বনা দিব ?
শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষুব্ধ নাহি হও চিত্ররথ।
পাতালে অনন্ত নাগ উলুপীর পিতা,

অমৃত নামেতে মণি আছে তার পাশে।
উলুপীর কাছে পাইয়া সন্ধান
আনিবারে সেই মণি—
যোগ্য লোক গিয়াছে পাতালে।
মণির পরশে
অবিলম্বে ধনঞ্জয় প্রাণ ফিরে পাবে।

চিত্র। ধন্য—ধন্য তুমি দেব জনার্দ্দন।
কহ প্রভু—
প্রচারিতে কোন মহিমা তোমার
পিতাপুত্রে এই রণ ঘটাইলে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। জাহ্নবীর অভিশাপ—
আপন সন্তান-করে মরিবে ফাল্গুনী।
বভ্রুবাহ ছাড়া অর্জ্জুনের পুত্র কেহ নাহিক জীবিত।
তাই পুরাইতে অভিশাপ,
ব্রাহ্মণের বেশে উত্তেজিত করি তোমাদের
এই রণ ঘটায়েছি আমি।

চিত্র। এতক্ষণে বুঝিলাম সব।
পতিত পাবন তুমি বিশ্বের ঈশ্বর—
তোমার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
কিন্তু প্রভু—
ধনঞ্জয় অবিলম্বে না হ'লে জীবিত
চিত্রাঙ্গদা মা আমার বাঁচিবে না প্রাণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নাই চিত্ররথ।
সত্য মহাছলি আমি,
কিন্তু সতীর নিকট

চিরদিন শিশুর সমান।
চিত্রাঙ্গদা মহাসতী—সতীকুলরাণী,
তাহার চোখের জল দেখিতে কি পারি ?
অই আসে চিত্রাঙ্গদা
বুঝাইয়া শান্ত কর তারে ;
সাথে লয়ে অর্জ্জুনেরে অবিলম্বে আসিব ফিরিয়া।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

(অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিতা চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রাঙ্গদা। রণ—রণ দেহ
মণিপুর-কর্ণধার গন্ধর্ব্বপ্রধান।
স্নেহাতুর পার্থে বধি ভাবিয়াছ মনে
জিনিয়াছ পাণ্ডববাহিনী—
মহানন্দে মত্ত তাই হয়েছ সকলে ?
জান নাকি—চিত্রাঙ্গদা পাণ্ডব-ঘরণী,
অর্জ্জুনের ধর্ম্মপত্নী এখনো জীবিত ?
শোনো—শোনো তুমি গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর—
মণিপুর-ধ্বংস আজি প্রতিজ্ঞা আমার ;
পার যদি রক্ষা কর—বাধা দেহ মোরে।

চিত্ররথ। শান্ত হও জননী আমার।
আমি যে পিতৃব্য তোর
করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা চাহি তোর পাশে।

চিত্রাঙ্গদা। ক্ষমা !
মনে আছে—সকাতর অনুরোধ—মোর অশ্রুজল ?
মনে আছে—গর্ব্ব ভরে করেছিলে উপেক্ষা তখন ?
না—না—না—

প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীর কাছে
ক্ষমা নাহি পাবে স্বামীহন্তা নৃশংসের দল।

চিত্ররথ। মাতা, শোকাচ্ছন্না জ্ঞানহীনা তুমি—
গৃহে ফিরে চল।

চিত্রাঙ্গদা। গৃহ?
কোথা গৃহ মোর?
রাজপুরীমাঝে?
স্বামীঘাতী পিশাচেরা রয়েছে যেখানে,
মোর স্বামী হত্যা করি
যেথা তারা করিছে উৎসব—
ভেবেছ কি সেথা আমি যাইব ফিরিয়া?
পার্থ যেথা ভূমি পরে রয়েছে পড়িয়া,
যেথা তার মুক্ত আত্মা
নিস্পন্দ দেহের পানে সজল নয়নে চাহি
ধরা হ'তে চিরতরে লয়েছে বিদায়—
সেই গৃহ—সেই তীর্থ—মহাতীর্থ মোর।
শরজালে মণিপুর করিব নির্ম্মূল
তারপর নিজহস্তে সাজাইয়া চিতা—
সহমৃতা হব অর্জ্জুনের।

চিত্ররথ। ক্ষমা কর বভ্রুবাহে জননী আমার—
হ'লেও সে শত অপরাধী—সে তো তোমারি সন্তান।

চিত্রাঙ্গদা। কে মোর সন্তান?
বভ্রু? না—না—সে নহে সন্তান মোর।
আমার সন্তান হ'লে
মোর বক্ষে হানিত কি শেল—

পারিত কি পিতৃহত্যা করিতে কখনো ?
না—না—পুত্র নাই—পুত্রহীনা আমি—
কোন দিন পুত্র ছিল না আমার।

চিত্ররথ। স্থির হও মাতা—
পাতালে গিয়াছে বভ্রু আনিতে অমৃত মণি,
স্পর্শে যার ধনঞ্জয় প্রাণ ফিরে পাবে।

চিত্রাঙ্গদা। এখনও প্রতারণা করিছ আমারে !
ভাবিয়াছ স্তোক বাক্যে ভুলাইবে মোরে ?
ডাক—ডাক সেই পিতৃহন্তা অধম বর্ব্বরে,
সাধ্য থাকে মোর সাথে করুক সমর।
শরমুখে উপাড়িয়া ক্ষুদ্র মণিপুর
রেণু রেণু করি উড়াব আকাশে—
পার যদি বাধা দেহ রাজপ্রতিনিধি।
সপ্ততল ভেদ করি
ছুটে এস প্রলয়ের ভীম জলোচ্ছাস,
বিশ্বনাশি দাবানল—
ওঠ জ্বলি দাউ দাউ ভীম প্রভঞ্জনে—
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর মণিপুর।

(চিত্রাঙ্গদা শর নিক্ষেপ করিল। পৃথিবী ভেদ করিয়া ভীষণ জলের স্রোত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই জলোচ্ছ্বাসের ভিতর হইতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, বভ্রুবাহন ও ইরা বাহির হইল)

অর্জ্জুন। শান্ত হও—শান্ত হও প্রিয়ে।
চেয়ে দেখ—
তব পুণ্যে প্রাণ ফিরে পাইয়াছি সতী।

চিত্রাঙ্গদা। প্রিয়—প্রিয়তম—দেবতা আমার।

(চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল। বভ্রুবাহন ও ইরা নতজানু হইয়া অর্জ্জুনকে প্রণাম করিল।)

যবনিকা